অভিশপ্ত আংটি

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

কুণ্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাডস কে – যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com*.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় – তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা জানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, **No poverty like ignorance**

SCAN BY : ANSHUMAN DUTTA

SUBHAJIT KUNDU

অ

নির্মল বুক এজেন্সী

ডিগবু আংটি

সুধাংশু কুমার গুপ্ত

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা,
'নির্মল বুক এজেন্সী'
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি
তরুণ চক্রবর্তী

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
'ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
মৃত্যুঞ্জয় ধর
'অন্নপূর্ণা প্রেস'
৭ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

দামঃ ৭ টাকা

এই পুস্তক প্রসঙ্গে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহাকাব্যের সঙ্গে পরিচয় সাধন করা যে এদেশের ছেলেমেয়েদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক একথা শিক্ষানুরাগী মাত্রেই স্বীকার করবেন। মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। তাছাড়া মহাকাব্যে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি পাঠককে মহৎ ও সাহসিকতাপূর্ণ কার্যে প্রেরণা যোগায়। ভারতীয় মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যগুলি সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমিত।

বর্তমান গ্রন্থখানি দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান মহাকাব্য নিবেলুঙ্গেন-লিয়েড (Nibelungen-Lied) অবলম্বনে রচিত। এই মহাকাব্যের কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনায় -সমৃদ্ধ। কিছুকাল পূর্বে এই কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে মার্কিন মুলুকে প্রচুর অর্থব্যয়ে একখানি সবাক চিত্র নির্মিত হয় এবং সেই চিত্র অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করে।

আশা করি এই গ্রন্থখানি ছোট বড় নির্বিশেষে সকল পাঠককেই প্রচুর আনন্দ দেবে।

—গ্রন্থাকার

হাজার হাজার বছর আগে—আমাদের এই পৃথিবী যখন সবে সৃষ্টি হয়েছে, তখন এখানে হাত-পা-ওয়ালা নানান রকমের অদ্ভুত জীব দেখতে পাওয়া যেত যাদের আজ আমরা দেখতে পাই না। পাহাড়-পর্বতের চূড়ার উপরে বাস করতেন দেবদেবীরা, উপত্যকায় ও সমতলভূমিতে থাকত দুরন্ত দৈত্য-দানব, মাটির নীচে গুহার মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত কুশ্রী কদাকার একজাতীয় বামন, আর সমুদ্র ও নদীর জলে ঘুরে বেড়াত সুন্দরী জলপরীরা।

যে-সময়ের কথা আমরা বলছি, তখন রাইন নদীর শীতল জলের আঁধার-তলে বাস করত তিনটি পরমা সুন্দরী কন্যা। দেখতে তাদের অন্যান্য সুন্দরী মেয়েদের মতো, তবে পার্থক্য এই যে, সারাক্ষণ তারা থাকত জলের তলাতেই—মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে। রাইনকন্যা বলে তারা পরিচিত ছিল এবং তাদের কাজ ছিল এক অত্যাশ্চর্য মায়া-ধন পাহারা দেওয়া। নদীর তলায় ঘন গাছপালা আর পাহাড়ের মাঝে ঐ ধন ছিল লুকানো।

ঐ মায়া-ধন কোনো অদ্ভুত মণিরত্ন নয়—এক প্রকাণ্ড সোনার তাল। অমন দামী আর উজ্জ্বল সোনা কেউ কখনও দেখে নি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য গুণ যা এর ছিল তা হল এই যে, যে কেউ এর অধিকারী হবে এবং এরই খানিকটা নিয়ে একটা আংটি গড়ে পরবে, সে সারা জগতের উপর প্রভুত্ব করতে পারবে। তার শক্তি হবে অসীম এবং সব কিছুই হবে তার পক্ষে সম্ভব। ঐ ধনকে সবাই বলত রাইন-সোনা এবং রাইন-কন্যারা তার পাহারা দিত অত্যন্ত সাবধানে, কারণ তারা বাপের মুখে শুনেছিল ঐ সোনার উপর নাকি লোভ আছে অনেকের।

একদিন সকালবেলায় তিনটি বোন নদীর তলায় পাহাড়ের আশেপাশে সাঁতার কাটছিল আনন্দে। জলের উপরে সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। খেলার ছলে তারা এদিক-ওদিক সাঁতার কাটছে আর মাঝে-মাঝে ফিরে-ফিরে পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে—মায়া-ধন যথাস্থানে আছে কিনা তা জানতে। হঠাৎ একসময় তারা দেখতে পেল, কে যেন পাহাড়ের উপর বসে আছে—দৃষ্টি তাদেরই দিকে নিবদ্ধ।

এই আগন্তুক বামন দেশের রাজা আলবেরিক। দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার। রাইন-কন্যাদের অপরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পাহাড়ের উপর বসে ছিল সে। তার দেহ অত্যন্ত খর্ব, পিঠটা নুয়ে পড়েছে ধনুকের মতো। হাত দুটো লম্বা আর হাড়-বের-করা! আঙুলে বড় বড় তীক্ষ্ণ নখ শিকারী পাখির মতো। মুখখানা এমনি কদর্য যে দেখলে ঘৃণা হয়।

এই কুৎসিত বামনটাকে দেখবামাত্র তিনটি বোনই তাড়াতাড়ি পাহাড়ের কাছে ফিরে

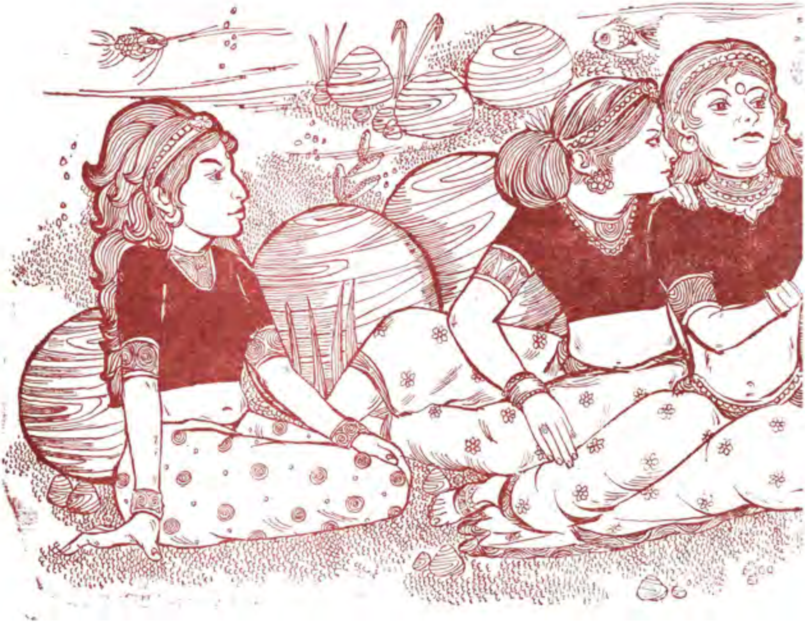

এল, কারণ যে মায়া-ধন তারা পাহারা দিচ্ছে তা ঐ পাহাড়েরই মধ্যে। কে জানে যদি ঐ বামনটা মায়া-ধন নিয়ে সরে পড়ে! কিন্তু যখন তারা দেখল বামনটা পাহাড়ের উপর অতি কষ্টে বুকে ভর দিয়ে উঠছে, তখন তার দেহের শ্লথ ও কুৎসিত ভঙ্গিমা দেখে তারা হাসতে শুরু করল—যা কিছু ভয় আর উদ্বেগ মন থেকে নিমেষে অন্তর্হিত হল। বামন পাহাড়ের যেদিকটায় ছিল সেইদিকে সাঁতরে এসে তারা ওকে বিরক্ত করতে লাগল তার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর অনুকৃতি ক'রে।

আলবেরিক কিন্তু তাদের উপহাসে মোটেই বিরক্ত হল না। সে যে তাদের মতো

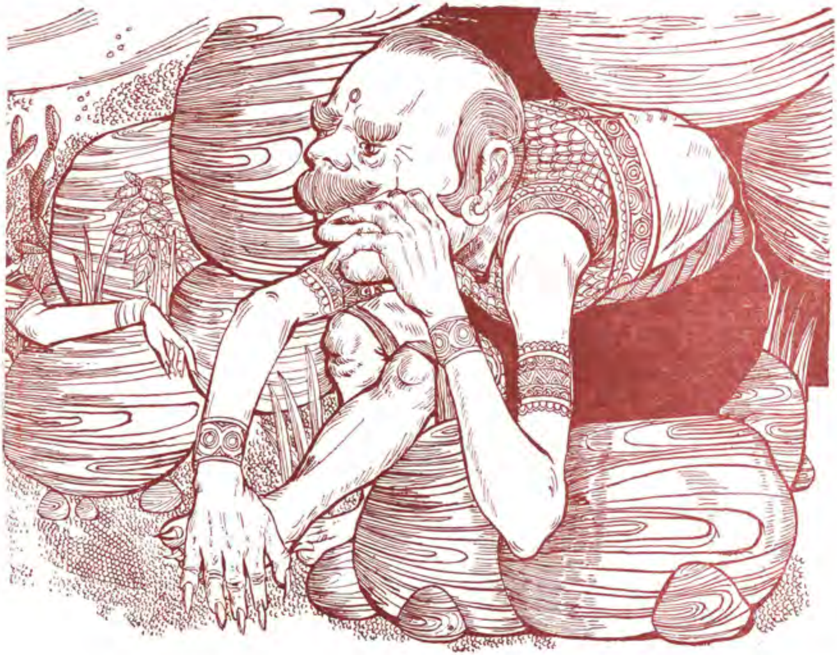

সুন্দরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে এই ভেবে সে বরং খুশিই হল। তাই তারা যখন তাকে ডাকল লুকোচুরি খেলবার জন্য, তখন সে খুব আনন্দের সঙ্গেই রাজী হল। কিন্তু যদিও সে খুব উৎসাহ নিয়ে খেলায় যোগ দিয়েছিল, কিছুক্ষণ পরেই তার মনটা গেল খুব দমে— অনেক চেষ্টা করেও সে তাদের একজনকেও ধরতে ছুঁতে পারল না। যখন সে হয়রান হয়ে পড়েছে পাহাড়ের উপর ছুটোছুটি ক'রে, তখন তাকে ব্যঙ্গ করে মেয়ে তিনটি খিলখিল করে এমনি হাসতে শুরু করল যে রাগে তার সারা দেহ ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। তাদের সঙ্গে আর খেলার ইচ্ছা তার একেবারেই রইল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝলক সূর্যের আলো জলের ভিতর দিয়ে এসে পাহাড়ের উপর পড়ল। রাইন-সোনা ছিল পাহাড়ের নীচে গাছপালার মধ্যে। আলো তার উপর প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়ল চারধারে—সঙ্গে-সঙ্গে নদীর আঁধার তল আলোয় একেবারে ঝলমল করে উঠল।

আলবেরিক যখন সেই আশ্চর্য ধন দেখল, তখন তার ক্ষুদ্র লোভী চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু নিমেষে সে তার বিস্ময় গোপন করে ফেলল, কারণ যে অদ্ভুত ধনের সন্ধান সে পেয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য মন তার ব্যগ্র। জলপরীদের ডেকে সে জানতে চাইল ঐ অদ্ভুত ধনের রহস্য।

জলপরীরা ভাবল, তারা যদি ঐ কুৎসিত বামনের কাছে মায়া-ধনের রহস্য প্রকাশ করে, কীই বা এমন বিপদ হবে তাতে? বাপের নিষেধ ভুলে গিয়ে তারা এক অসতর্ক মুহূর্তে মায়া-ধনের অদ্ভুত শক্তির কথা বলতে শুরু করল। আলবেরিক শুনতে লাগল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। শুনতে শুনতে মনে-মনে সে সঙ্কল্প করল, ঐ আশ্চর্য ধন হস্তগত করতে কোনো চেষ্টারই বাকি রাখবে না সে।

"তোমরা যা বলছ তাই যদি সত্যি হয়, তবে ঐ সোনা নেবার জন্যে কেউ এখানে আসে না কেন?" জিজ্ঞেস করল আলবেরিক।

সাঁতার কাটতে কাটতে এক বোন তার প্রশ্নের জবাব দিল—"কেন? এই ধনের বিনিময়ে যে-মূল্য দিতে হবে তা দিতে কেউ রাজী নয়।"

"কী সে মূল্য?" বামন প্রশ্ন করল উৎসুক কণ্ঠে।

"মূল্য বড় সহজ নয়। যে কেউ এ ধনের অধিকারী হতে চাইবে, তাকে ভালবাসা ত্যাগ করতে হবে চিরদিনের মতো।"

"কী যে বলো বোকার মতো!" বিদ্রূপের সুরে বলল আলবেরিক।

মায়া-ধন পাহাড়ের যে জায়গায় ছিল সেদিকে ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে সে বলল, "এও কি কখনো সম্ভব? শুধু ভালবাসা ত্যাগ করলেই ঐ অপরিমেয় শক্তির অধিকারী হওয়া যাবে?"

জলপরীরা বলল, "তুমি বিদ্রূপ করছ বটে, কিন্তু তোমার মতো একজন কুৎসিত বামনও ভালবাসা ত্যাগ করতে ভরসা পাবে না। ভালবাসা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় শক্তি। ভালবাসার প্রেরণা না পেলে কোনো বড় কাজই সম্পন্ন করা যায় না।"

"কী বলছ? ভালবাসা ত্যাগ করতে ভরসা পাবো না আমি?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল বামন—"আমার কাছে ভালবাসার কোনো মূল্য নেই। পাতালে বাস আমার, কী হবে ভালবাসা নিয়ে? চিরজীবনের মতো ভালবাসা আমি ত্যাগ করছি এবং তোমরা হবে তার সাক্ষী।"

এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে লাফ দিল উপরদিকে এবং জলপরীরা বাধা দেবার আগেই গুপ্তধন হস্তগত ক'রে পাহাড়ের এক ফাটলের ভিতর দিয়ে পাতালপুরীতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মায়া-ধন হরণ করে আলবেরিক অদৃশ্য হল বটে, কিন্তু তার এই দুষ্কর্মের ফল হল কী ভয়ঙ্কর তা তোমরা পরে জানবে। এক দারুণ অভিশাপ মায়া-ধনকে আশ্রয় করে চলল তার সঙ্গে সঙ্গে এবং আলবেরিকের প্রস্থানের সঙ্গে-সঙ্গেই তার মারাত্মক ক্রিয়া শুরু হল।

—ঃ—

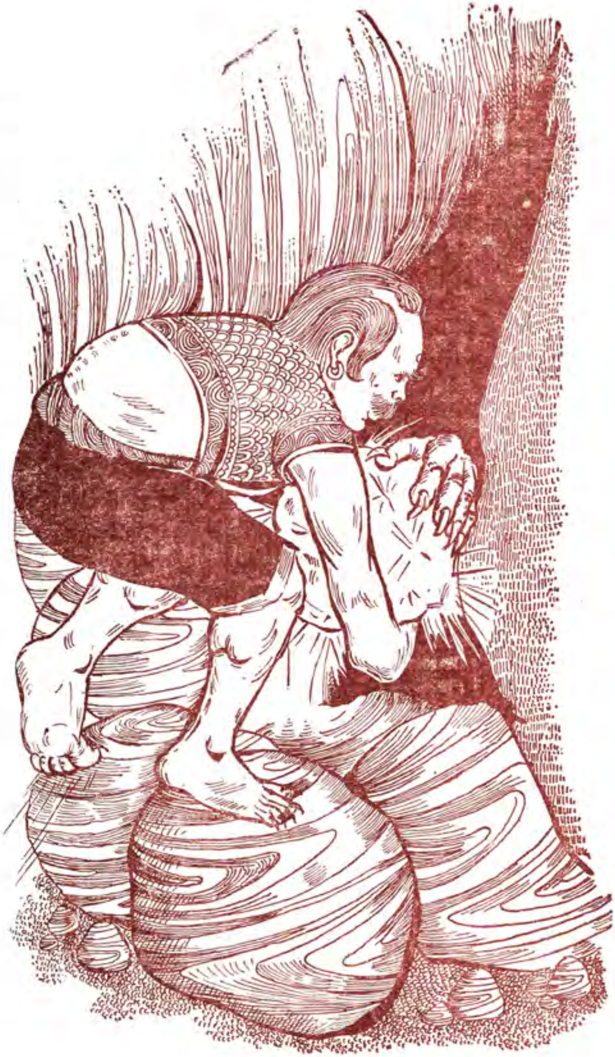

বহু দূরে, পাহাড়ের সু-উচ্চ চূড়ার উপরে বাস করতেন দেবতাদের রাজা ওটান ও তাঁর স্ত্রী ফ্রিকা। ওটানের চোখ ছিল একটি। শোনা যায়, অপর চোখটিকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন জ্ঞান-নির্ঝরের জল পান ক'রে অসাধারণ শক্তি আর জ্ঞানের অধিকারী হবার জন্য। এই নির্ঝরের পাশে ছিল এক অ্যাশ গাছ। ওটান সেই গাছের একটি ডাল ভেঙে নিয়ে তাঁর বর্শার দণ্ড তৈরি করেছিলেন। বর্শার উপরে খোদাই করা ছিল কতকগুলি শর্ত ও বিধি যা তিনি পালন করবেন বলে শপথ করেছিলেন।

দেবরাজ ওটানের পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল এক বিরাট রমণীয় প্রাসাদের অধিকারী হতে। সে-প্রাসাদের সৌন্দর্য হবে এমন যে কোথাও তার তুলনা মিলবে না এবং তার আকার হবে এত বড় যে সমস্ত দেবতাদের আরামে থাকবার স্থান হবে তার মধ্যে। কিন্তু যদিও ওটান চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, তবু এমন কোনো কারিগরের সন্ধান মিলল না যার হাতে ঐ প্রাসাদ নির্মাণের ভার দেওয়া যেতে পারে নিঃসঙ্কোচে।

হঠাৎ একদিন ওটানের সঙ্গে দেখা করতে এল বিরাট আকৃতির দুই দানব। যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হল কেন তারা এসেছে তখন তারা বলল, ওটান যে প্রাসাদের পরিকল্পনা করেছেন তারা এসেছে সেই প্রাসাদ নির্মাণ করতে।

"তোমাদের নাম কী ?"

এক চোখে তাদের নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন ওটান।

তাদের মধ্যে একজন উত্তরে বলল, "আমার নাম ফাফনার—আমি তুষার-দানব। আর আমার সঙ্গী আমার ভাই ফাসোল্ট। মনের মতো পুরস্কার যদি আমরা পাই, তবে আপনার জন্যে প্রাসাদ তৈরি করতে প্রস্তুত আছি।"

"কী পুরস্কার তোমরা চাও ?"

জিজ্ঞেস করলেন ওটান।

"কাজ শেষ হলে আপনি আমার সঙ্গে আপনার বোন ফ্রীয়ার বিবাহ দেবেন।" জবাব দিল ফাফনার।

প্রাসাদ তৈরির জন্য যদিও ওটানের উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না, তবু আদরের সুন্দরী বোনটিকে দানবের হাতে সমর্পণ করতে মন তাঁর কিছুতেই সায় দিল না। তাছাড়া ফ্রীয়া

ছিল দেবতাদের শক্তির উৎস। সে-ই রক্ষা করত সোনার আপেলগুলি যা খেয়ে দেবতারা নিজেদের শক্তি অটুট রাখতেন। ঐ ফল হাতছাড়া হলে দেবতাদের চিরস্থায়ী যৌবন ও শক্তি দু'দিনে চলে যাবে। একথা জানত ফাফনার এবং ফ্রীয়াকে সে যে চাইল সে শুধু ঐ আপেল ফলেরই লোভে।

ওটান যখন কর্তব্য স্থির করবার জন্য একমনে ভাবছেন সেই সময় তাঁর ভাই অগ্নিদেবতা লোকি কানে-কানে তাঁকে বললেন, "এখন ওদের প্রাসাদ তৈরি করতে বলা হোক। ওরা যা পুরস্কার চাইছে তা না দেবার একটা কিছু ছুতো পরে আমরা অনায়াসেই বার করতে পারবো।"

লোকি ছিলেন দেবতাদের মধ্যে সব চাইতে ধূর্ত। তাই তাঁর কথা ওটান অগ্রাহ্য করলেন না। দানবদের দিকে ফিরে বললেন, তিনি ওদের প্রার্থিত পুরস্কার দিতে রাজী, তবে ওরা যেন অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করে যাতে পরদিন প্রত্যূষের পূর্বেই প্রাসাদ তৈরি শেষ হয়।

ওটানকে নমস্কার জানিয়ে দানব দুজন বিদায় নিল। কিছুক্ষণ পরেই কুঠারের ভয়ঙ্কর শব্দে বোঝা গেল, প্রাসাদ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। সারা দিন আর সারা রাত সেই শব্দের একবারও বিরাম হল না এবং পরের দিন যখন প্রভাত হল তখন দেখা গেল, দেবতাদের নতুন আবাস—ভাল্‌হালা প্রাসাদ —নবোদিত সূর্যের লোহিত কিরণে পাহাড়ের উপর এক অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখে দেবতারা মুগ্ধ

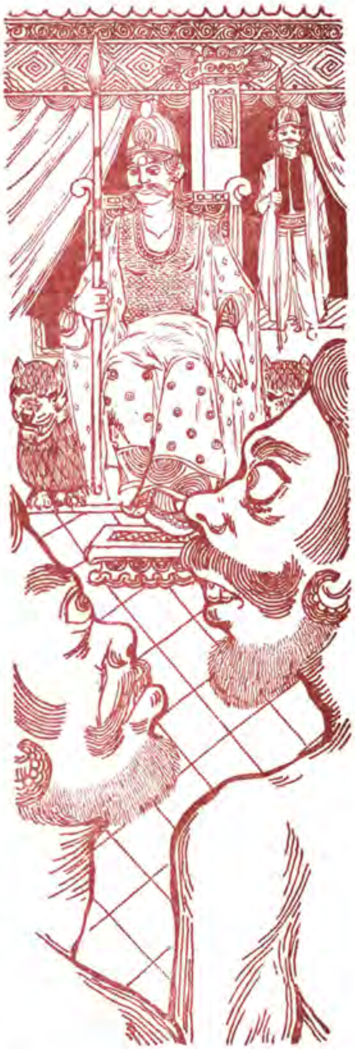

হলেন, আর ওটানের আনন্দ হল এত বেশি যে ভিতরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি যেন আর কোনোমতেই স্থির থাকতে পারছিলেন না।

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবার জন্য যেই তিনি পা বাড়িয়েছেন অমনি সেই দুই দানব-কারিগর সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং পুরস্কার দাবি করল ওটানের কাছে। তারা বলল, ফ্রীয়াকে তাদের হাতে না দেওয়া পর্যন্ত দেবতারা কোনোমতেই বাল্হালা প্রাসাদ ব্যবহার করতে পারবে না।

ওটান ফ্রীয়াকে তাদের হাতে দিতে অস্বীকার করলেন এবং দানবদের বললেন, তারা যেন অপর কোনো পুরস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু দানবেরা ওটানের কথায় রাজী হল না। ফ্রীয়ার দু'পাশে দুজন দাঁড়িয়ে তারা প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করল ওটানকে এবং একথাও তারা জানিয়ে দিল, তিনি যদি প্রতিশ্রুতি রাখতে না চান তাহলে তারা ঐ সুন্দর প্রাসাদ তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ করে দেবে।

দুই দানবের মাঝে সুন্দরী ফ্রীয়াকে দেখে বজ্রের দেবতা থর রাগে এগিয়ে এলেন এবং দুজনকেই সংহার করবার উদ্দেশ্যে তাঁর বিশাল হাতুড়িটা তুলে ধরলেন, কিন্তু ওটান বাধা দিয়ে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। হাতের বর্শাটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরে ওটান গম্ভীরস্বরে বললেন, "ওটানের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। দানবেরা যদি অন্য কোনো পুরস্কার নিতে সম্মত না হয়, তবে আমি ফ্রীয়াকে ওদের সঙ্গে যেতে দিতে বাধ্য হবো।"

ওটানের কথায় দেবদেবীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন—কারণ ফ্রীয়াকে ছেড়ে তাঁরা বাঁচবেন কি করে? সোনার আপেল যে মুহূর্তে অন্যত্র চলে যাবে, অমনি জরা ও বার্ধক্যের স্পর্শে তাঁদের যৌবনের ক্ষয় শুরু হবে।

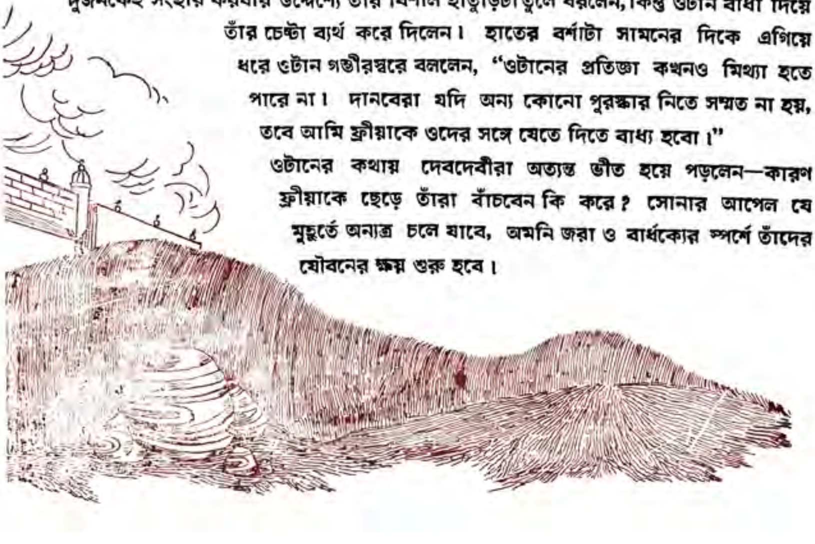

এদিকে, ধূর্ত লোকিকে এ সময় কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। উপায়ান্তর না দেখে, ওটান দানবদের কাছে এক ঘণ্টা সময় চাইলেন—লোকিকে খুঁজে এনে তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করবার জন্য।

"আমরা আপনাকে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ই দিতে পারি।" দানবেরা বলল।

ওটান তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন লোকিকে খুঁজে আনার জন্য চারিদিকে চর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে, কিন্তু আদেশ দেবার পর মুহূর্তেই অগ্নিদেবতা নিজেই এসে উপস্থিত হলেন এবং নবনির্মিত বাল্‌হালা প্রাসাদের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা শুরু করলেন।

উৎকণ্ঠিতভাবে ওটান লোকিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ফ্রীয়াকে মুক্ত করার দায়িত্ব তাঁর—তাঁরই কথার উপর নির্ভর করে দানবদের প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। লোকি কিন্তু জবাব দিলেন, বহু দূর ঘুরে এসেছেন তিনি, কিন্তু কোথাও এমন কিছু দেখতে পেলেন না যার বিনিময়ে ফ্রীয়াকে তাঁরা মুক্ত করতে পারেন। ক্ষণকাল পরে লোকি পুনরায় বললেন, "আমার মনে হয়, ফ্রীয়ার পরিবর্তে অন্য কোনো সম্পদ—তা সে যত মূল্যবানই হোক না কেন, দানবেরা নিতে চাইবে না।"

একথা শুনে বজ্রের দেবতা থর ও সৌন্দর্যের দেবতা ফ্রো এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, লোকিকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু ওটান তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাধা দিলেন। ওটান জানতেন লোকি অত্যন্ত ধূর্ত—মুখে যাই বলুন না কেন, নিশ্চয়ই অগ্নিদেবতা ফ্রীয়ার মুক্তির একটা কিছু উপায় উদ্ভাবন করেছেন।

"ফ্রীয়ার বিনিময়ে কোনো সম্পদ যদি দানবেরা নিতে চায় তো এক ঐ রাইন-সোনার নাম করা যেতে পারে।" লোকি বললেন নিতান্ত নির্বিকারভাবে—যেন ফ্রীয়ার মুক্তির জন্য বিন্দু মাত্র উৎকণ্ঠা নেই তাঁর।

"রাইন-সোনা সম্পর্কে আমি এইমাত্র এক অদ্ভুত ঘটনা শুনে এসেছি। রাইন নদীর তীর দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ এক কান্নার আওয়াজ কানে এল। কৌতূহলের বশে চারদিকে চাইতে নদীর জলে রাইন-কন্যাদের দেখতে পেলাম। কিন্তু দুঃখে তাদের চেহারা এমন বদলে গেছে যে প্রথমটা আমি তাদের চিনতে পারি নি। মুখে তাদের সেই হাসি নেই—ভয়ে দুঃখে একান্ত ম্রিয়মাণ। চুল ছিঁড়ে, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তারা বারংবার বলছে, রাইন-সোনা চুরি গেছে! রাইন-সোনা চুরি গেছে!···আমি দাঁড়ালাম, ব্যাপার কী জানবার জন্যে তাদের প্রশ্ন করলাম। তারা বলল, বামনদেশের রাজা আলবেরিক মায়া-ধন চুরি করে পাতাল-পুরীতে নিয়ে গেছে।—আমার মনে হয়, ঐ মায়া-সোনার সাহায্যে সে সারা পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করতে চায়।"

এই কথাগুলি লোকি এমনভাবে বললেন যাতে দানব দুটি শুনতে পায়। লোকির

কথা শেষ হতে-না-হতেই দানবেরা ওটানের দিকে ফিরে বলল, "দেবরাজ ওটান, আপনি যদি পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করে ঐ মায়া-ধন আমাদের হাতে দেন, আমরা ফ্রীয়াকে আপনার হাতে প্রত্যর্পণ করবো।"

ওটান উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তিনি জানতেন, মায়া-কাঞ্চনের সংস্পর্শে এলে অশেষ কষ্ট পেতে হবে। রাইন-কন্যারা ছিল মায়া-ধনের রক্ষী—যদি কেউ অপহৃত মায়া-ধন উদ্ধার করে তাহলে ঐ ধন ফেরত দিতে হবে তাদেরই হাতে। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে দেবতাদেরও পরিত্রাণ নেই।

ওটানকে নিরুত্তর দেখে, তুষার-দানবেরা ফ্রীয়াকে এসে ধরল। তারপর ওটানের দিকে ফিরে বলল, "আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি। আপনি যখন রাইন-সোনা দিতে অনিচ্ছুক ফ্রীয়াকে নিয়ে আমরা তুষার-দেশে চললাম। রাত্রে আমরা আবার আসবো—আপনি যদি ইতিমধ্যে মত পরিবর্তন করেন তাহলে আমরা বিশেষ সুখী হব।"

এই কথা বলেই ফ্রীয়ার করুণ ক্রন্দন উপেক্ষা করে সবলে তাকে টানতে-টানতে, পাহাড়ের ধার দিয়ে তারা নেমে গেল দ্রুতপদে।

সঙ্গে-সঙ্গে দেবতাদের আকৃতির মধ্যে পরিবর্তন শুরু হল। যৌবন, সৌন্দর্য ও অমরত্বের দেবী ফ্রীয়ার প্রস্থানের ফলে বার্ধক্যের কদর্য লক্ষণ তাঁদের দেহে ফুটে উঠতে লাগল।

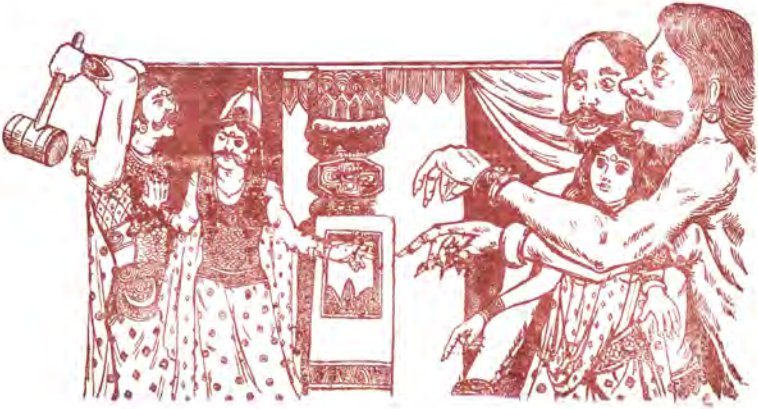

অগ্নিদেবতা আর ওটানের স্ত্রী ফ্রিকা ভীত হয়ে ওটানকে মিনতি করতে লাগলেন বার্ধক্যের কবল থেকে দেবতাদের রক্ষা করার জন্য তৎপর হতে। ওটান ক্ষণকাল স্থিরভাবে কী ভাবলেন, তারপর লোকিকে লক্ষ্য করে দৃঢ় সঙ্কল্পের সুরে বললেন, "চল আমার সঙ্গে। পাতাল-রাজ্য আক্রমণ করে রাইন-সোনা আমাদের আনতেই হবে।"

"কিন্তু আমরা যদি রাইন-সোনা হস্তগত করতে পারি তাহলে কি রাইন-কন্যাদের ঐ ধন ফেরত দেওয়া হবে?" জিজ্ঞেস করলেন ধূর্ত লোকি।

"না, ফ্রীয়ার মুক্তি চাই, নইলে আমাদের অকালমৃত্যু অনিবার্য।" কথাটা বলেই ওটান অগ্রসর হলেন' ত্বরিতপদে।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ওটান ও লোকি পাহাড়ের মাঝে এক প্রকাণ্ড গর্তের কাছে উপস্থিত হলেন। গর্তের মুখ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। পাতালের কামারশালার যত ধোঁয়া সব ঐ গর্তের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। গর্তে নেমে, অতি কষ্টে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেবতারা নীচে নামতে লাগলেন। অনেক দুর যাবার পর যখন তাঁরা পাতালের কাছাকাছি এলেন, তখন হাপরের আগুনের শোঁ শোঁ গর্জন এবং অসংখ্য হাতুড়ির বিকট আওয়াজ তাঁদের কানে এসে পেঁছিল। অধীরভাবে তাঁরা আরও দ্রুত চলতে শুরু করলেন।

অবশেষে তাঁরা উপস্থিত হলেন এক প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে। হাজার হাজার বামন ব্যস্তভাবে এই গুহার চারধারে ছুটোছুটি করছে। কেউ কেউ ঘর্মাক্তদেহে কাজ করছে হাপরের কাছে, কেউ কেউ বয়ে আনছে সোনা-রূপার বড় বড় তাল, আবার কেউ বা সোনা-রূপার পাত পিটছে প্রকাণ্ড হাতুড়ি দিয়ে।

ওটান ও লোকি যখন গুহার ভিতর ঢুকলেন তখন তাঁরা শুনতে পেলেন কারা যেন ঝগড়া করছে ভীষণ চেঁচামেচি করে। যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেইদিকে লক্ষ্য করে তাঁরা দেখলেন আলবেরিক তার ভাই মিমিকে কান ধরে টেনে আনছে।

রাইন-সোনা চুরি করবার পর আলবেরিক সেই সোনা দিয়ে মায়া-অঙ্গুরী তৈরি করেছিল এবং তারই সাহায্যে সে অন্যান্য বামনদের বাধ্য করেছিল সব বিষয়ে তার হুকুম তামিল করতে। মিমিকে সে আদেশ করেছিল অদৃশ্য টুপি তৈরি করতে এবং মিমি সেই টুপি লুকোবার চেষ্টা করেছিল বলেই আলবেরিক তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত। ঐ অদৃশ্য টুপির উপর আলবেরিকের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কারণ ঐ টুপি প'রে যে কেউই অদৃশ্য হতে পারে, চেহারা বদ্‌লাতে পারে ইচ্ছামতো, আর পারে দূরের পথ অতিক্রম করতে চোখের পলকে। মায়া-টুপিটা হাতে নিয়ে, আলবেরিক বামনদের দিকে ফিরে বলল, "শোনো আর আমি যা বলি মনে রেখো! আমি তোমাদের রাজা—এখন থেকে তোমাদের কাজ হবে আমার জন্যে ধনরত্ন সংগ্রহ করে আনা, সকল সময় আমাকে তোমরা দেখতে পাবে না বটে, কিন্তু জেনো আমি অদৃশ্যভাবেই তোমাদের লক্ষ্য করছি। যদি কেউ কোনো অপরাধ করে, শাস্তির হাত থেকে সেকোনোমতেই রেহাই পাবে না।"

কথা শেষ ক'রে টুপিটা সে মাথায় পরল এবং মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে

সে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গায় হঠাৎ এক কুয়াশার সৃষ্টি হল এবং সেই কুয়াশার ভিতর থেকে শোনা গেল তার রূঢ় কর্কশ কণ্ঠস্বর। সঙ্গে-সঙ্গে মিমির পিঠের উপর প্রচণ্ড ঘুষি পড়তে লাগল ভীষণ শব্দে।

সেই আওয়াজ শুনে ত্রস্ত বামনের দল গুহার অন্ধকার কোণে পালাতে শুরু করল।

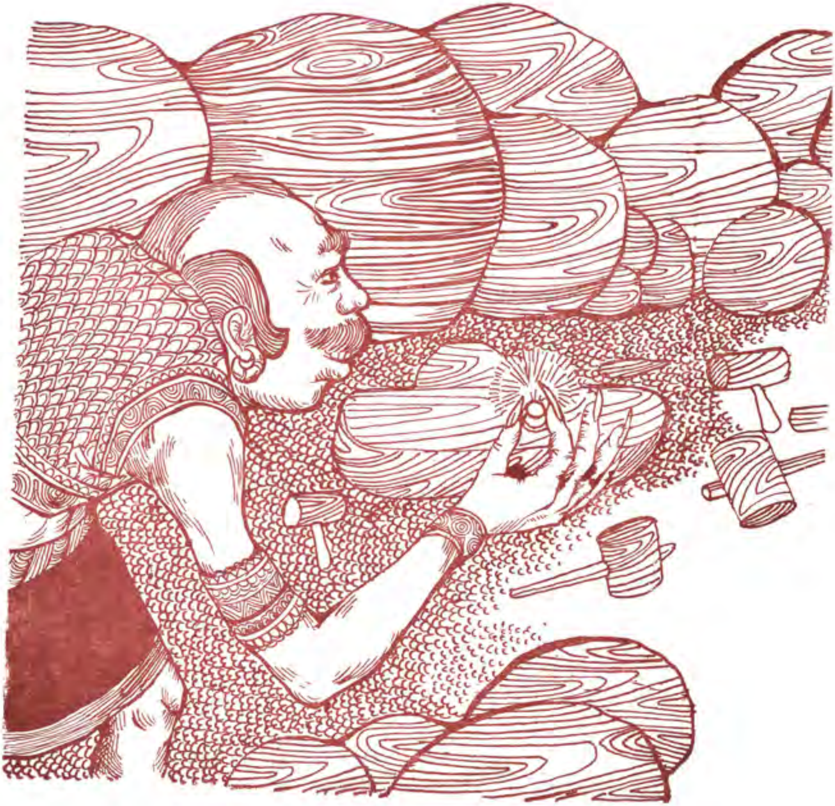

ক্ষণকাল পরেই প্রহারে জর্জরিত মিমির দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। যন্ত্রণায় মিমি গোঁ গোঁ করতে লাগল।

মিমির কষ্ট দেখে ওটান ও লোকি স্থির থাকতে পারলেন না। কাছে এসে তাঁরা তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, যদি তার উপর আর কোনো অত্যাচারের চেষ্টা হয়, তাঁরা তাকে সাহায্য করবেন সাধ্যমতো। ঠিক সেই মুহূর্তে আলবেরিক সেখানে পুনরায় উপস্থিত হল নিজ মূর্তি নিয়ে—আঙুলে মায়া-আংটি আর হাতে সেই টুপি। সামনে তার একদল বামন—ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছে। আলবেরিক হঠাৎ তার আংটিটা

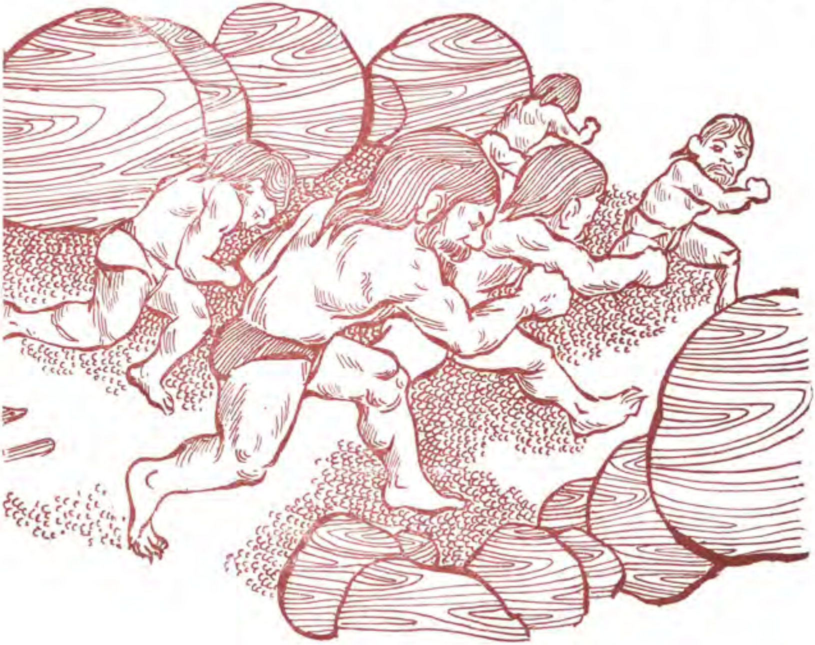

তুলে ধরল মিমি আর অন্যান্য বামনদের সামনে এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে চীৎকার করতে করতে সবাই ছুটে পালাল সেই আংটির অদ্ভুত মায়াবলে।

দেবতা দুজনকে দেখে আলবেরিকের কুৎসিত মুখখানা রাগে কালো হয়ে উঠল। রুক্ষস্বরে সে বলল, "তোমরা এখানে এসেছ কী উদ্দেশ্যে ? তোমরা কি জানো না যে আমি এই পাতালপুরীর রাজা—দেবতা বা মানুষ কাউকে ভয় করি না ?"

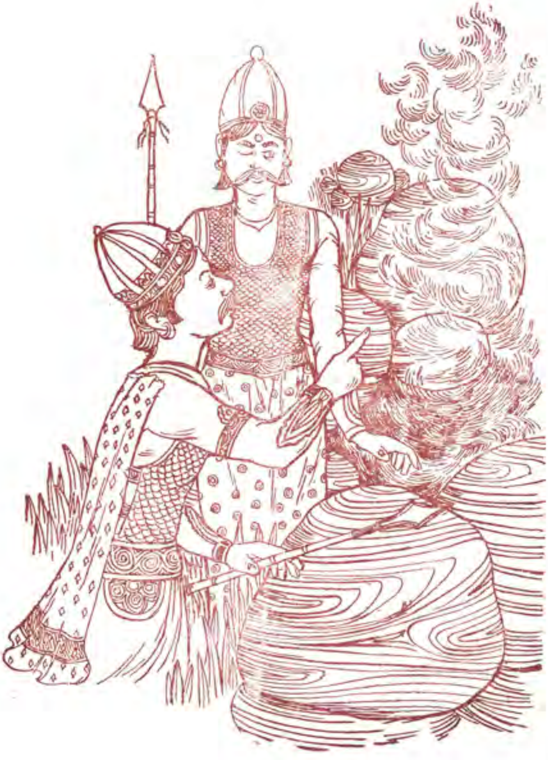

"পাতালপুরীর অদ্ভুত ঐশ্বর্যের কথা শুনতে পেলাম তাই স্বচক্ষে দেখতে এসেছি খবর সব সত্য কিনা।"

ওটান শান্তভাবে জবাব দিলেন।

সগর্বে আলবেরিক বলল, "বেশ, চারধারে একবার চেয়ে দেখলেই আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তোমাদের কতকটা ধারণা হবে। কিন্তু সব জিনিসের চেয়ে মূল্যবান আমার এই আংটি যা আমি রাইন-সোনা থেকে তৈরি করিয়েছি। এই আংটির সাহায্যে আমি সারা পৃথিবী জয় করতে পারবো। এমনকি দেবতাদের পরাস্ত করাও আমার পক্ষে শক্ত হবে না।"

কিন্তু আলবেরিক মুখে যতই গর্ব করুক না কেন, ধূর্ত অগ্নিদেবতার সঙ্গে পেরে ওঠা তার

সাধ্যাতীত। প্রশংসমান দৃষ্টিতে আংটিটার পানে চেয়ে অগ্নিদেবতা বললেন, "কী সুন্দর এই আংটি! যদি এটা সত্যই রাইন-সোনা থেকে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে জগতের সব কিছু জিনিসই তুমি এখন ইচ্ছা করলেই পেতে পারো, নয় কি?"

আলবেরিক গর্বিতভাবে বলল, "আমি নিজেই এ আংটি তৈরি করিয়েছি রাইন-সোনা থেকে এবং একমাত্র ভালবাসা ছাড়া সবই এখন আমার আয়ত্তের মধ্যে।"

'কিন্তু শুনেছি ভালবাসা নাকি সবচেয়ে বড় শক্তি।" লোকি বললেন নিতান্ত সরলভাবে।

"বাজে কথা।" বামন উষ্ণভাবে বলল, "আমার কাছে এই আংটির চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই।"

লোকি পুনরায় বললেন, "তাই যদি সত্য হয়, তোমার কি ভয় হয় না, এ আংটি তোমার যে কোনো মুহূর্তে হাতছাড়া হতে পারে? তুমি যখন নিদ্রা যাও, তখন তোমার আঙুল থেকে এটা অনায়াসেই চুরি যেতে পারে।"

"অসম্ভব!" আলবেরিক গর্বভরে বলল, "এই মায়া-টুপির সাহায্যে অতি বড় ধূর্ত চোরকেও আমি নিরাশ করতে পারবো। এই টুপি প'রে আমি যেমন খুশি রূপ বদলাতে পারি। ঘুমোবার আগে যদি আমি রূপ বদ্‌লে নিই, চোরে আমার কী করতে পারে!"

"রূপ বদলাবে?" লোকি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "এ যে একেবারে আজগুবী! চোখে না দেখে ওকথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।"

ধূর্ত লোকির মতলব আলবেরিক ধরতে পারল না—স্বেচ্ছায় সে ধরা দিল ফাঁদে। মায়া-টুপি মাথায় প'রে এক অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে সে অদৃশ্য হল এবং যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড সাপ। মাটিতে খানিকটা নড়েচড়ে সাপটা হঠাৎ অদৃশ্য হল এবং বামনকে আবার দেখতে পাওয়া গেল দেবতাদের সামনে।

"এখন আমার শক্তিতে তোমরা বিশ্বাস করো কি?" বিদ্রূপের সুরে আলবেরিক জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু বামন যে ভেল্‌কি দেখাল তাতে ধূর্ত লোকির উদ্দেশ্য সফল হল না। আলবেরিকের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আশ্চর্য! আশ্চর্য! চোখে না দেখলে কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না এ জিনিস সম্ভব! আচ্ছা, তুমি কি ইচ্ছা করলে ছোট জন্তুও হতে পারো? না, বড় জন্তু হওয়ার চেয়ে ছোট জন্তু হওয়াটা বেশি শক্ত?"

"আমার কাছে কিছুই শক্ত নয়।" বামন উত্তর দিল কিছুমাত্র সন্দেহ না ক'রে, "আমার পানে চাও দেখি এখন!"

কথা শেষ হতে-না-হতেই বামন ব্যাঙের রূপ ধরে থপ্‌ থপ্‌ করে চলতে শুরু করল।

"চট্‌ ক'রে পা দিয়ে চেপে ধরো!" লোকি চেঁচিয়ে উঠলেন এবং ওটান সঙ্গে-সঙ্গে পা চাপিয়ে দিলেন সেই ব্যাঙের ওপর। পা দিয়ে চেপে ধরতেই ব্যাঙের রূপ বদলে গেল এবং দেখা গেল ওটানের পায়ের তলায় আলবেরিক ছট্‌ফট্‌ করছে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে।

মায়া-টুপিটা মাথা থেকে খুলে নিয়ে, কষে হাত পা বেঁধে, বামনকে সঙ্গে নিয়ে ওটান ও লোকি সেই ধূমাচ্ছন্ন অন্ধকার রন্ধ্র পথে উপরে উঠতে লাগলেন। উপরে উঠে তাঁরা দেখলেন, তখনও পৃথিবী কুয়াশায় আচ্ছন্ন—যেন ফ্রিয়ার শোকে মুহ্যমান!

ওটান আলবেরিককে কথা দিলেন যদি সে সমস্ত রাইন-সোনা,

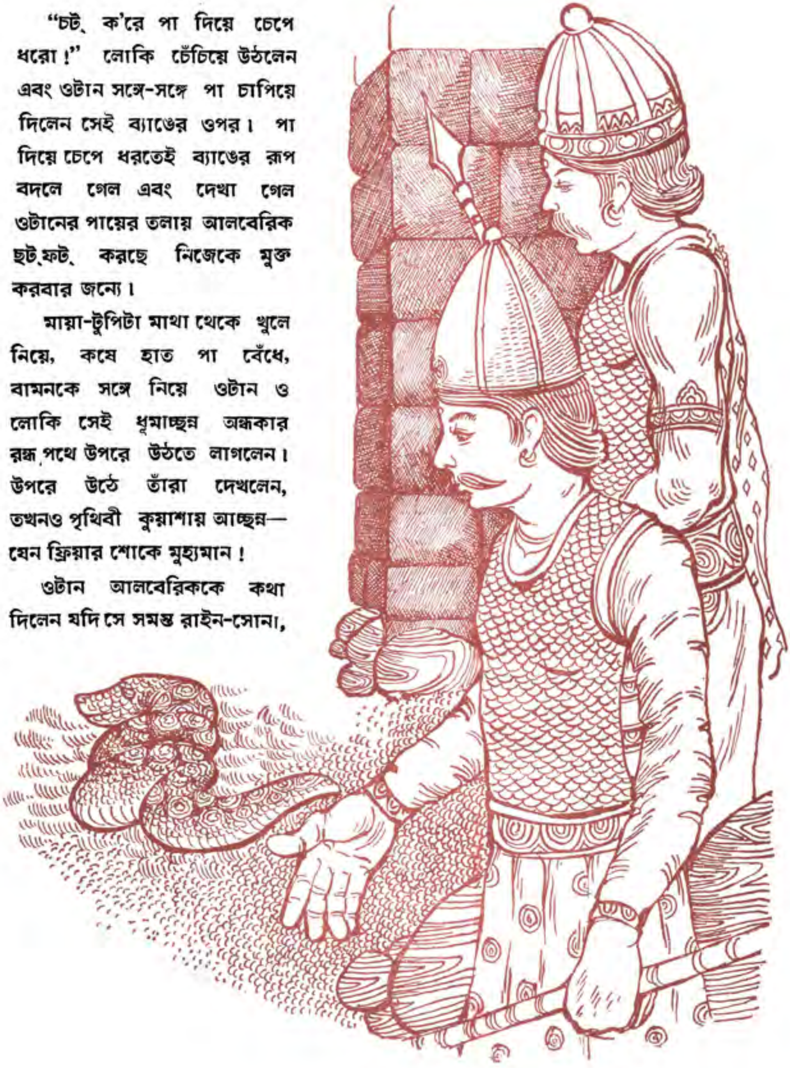

মায়া-টুপি আর মায়া-আংটি তাঁর হাতে অর্পণ করে তাহলে তিনি তাকে মুক্তি দেবেন।

মায়া-অঙ্গুরীর সাহায্যে আলবেরিক তৎক্ষণাৎ বামনদের আহ্বান করল। বামনেরা এসে হাজির হল। সে তাদের আদেশ করল পাতালপুরীতে যা কিছু ধনরত্ন আছে অবিলম্বে নিয়ে আসবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনরত্নের প্রাচুর্যে খানিকটা জায়গা ভরে গেল। আলবেরিক সেই রত্ন-স্তূপে মায়া-টুপিটা রাখল, কিন্তু আংটি দিতে সে রাজী হল না। যুক্তিতর্ক যখন ব্যর্থ হল, তখন ওটান জোর ক'রে তার আঙুল থেকে আংটিটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের আঙুলে পরলেন। বামনকে মুক্তি দেওয়া হল।

ওটানকে বাধা দিতে গিয়ে আলবেরিক মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে উঠে ভীষণ রেগে সে চীৎকার করে বলল, "আংটি আমার—এর উপর আমার প্রভাব এখনও বর্তমান। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, এ আংটি যার অধিকারে থাকবে তার অদৃষ্টে অনন্ত দুর্ভোগ ও মৃত্যু।"

আলবেরিকের ভয়াবহ অভিশাপ সত্ত্বেও দেবতারা মায়া-ধন নিয়ে অবিলম্বে যাত্রা করলেন তুষার-দেশের দিকে। ফ্রীয়ার মুক্তির জন্যে তাঁরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। পথেই দেখা হল দানব দুজনের সঙ্গে। ফ্রীয়াকে সঙ্গে করে তারা চলেছে নিজেদের দেশে। দেবতারা তাদের বললেন, রাইন-সোনা তাঁদের হস্তগত হয়েছে—ফ্রীয়াকে তারা যেন মুক্ত করে দেয় অবিলম্বে।

দানবেরা দেবতাদের কথামতো কাজ করল, তবে তারা দাবি করল, ফ্রীয়াকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলতে যত সোনা লাগবে ততটা সোনা তাদের চাই। দেবতারা রাজী হলেন। দুটো দণ্ড সোজা করে মাটিতে পোঁতা হল ফ্রীয়ার সামনে, তারপর সেই দুই দণ্ডের মাঝে সোনা এনে স্তূপ করা হল।

ইতিমধ্যে আরো অনেক দেবতা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। যৌবনের দেবীকে শীঘ্রই ফিরে পাবার সম্ভাবনায় তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। কুয়াশার আবরণ ছিন্ন হতে লাগল, অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল আলোর আভাস।

যখন সব সোনা জড় করা হল আর সেই সোনার স্তূপে রাখা হল মায়া-টুপি তখনই ফ্রীয়ার মাথা পর্যন্ত সোনায় ঢাকা পড়ল। কিন্তু সোনার স্তূপে এক ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল যার ভিতর দিয়ে ফ্রীয়ার চোখ দুটি দেখা যাচ্ছিল। দেবতাদের লক্ষ্য করে ফাফনার বলল, ঐ ছিদ্রে আংটিটা রেখে তাঁরা যেন তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন।

এই কথা শুনে দেবতারা অত্যন্ত রেগে উঠলেন, কারণ আংটিটা ছাড়তে ওটানের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। দু'পক্ষে বচসা শুরু হল—কোনো পক্ষই অপর পক্ষের কথা মানতে রাজী নয়। আবার কুয়াশার জালে চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল, মনে হল ফ্রীয়াকে শেষ পর্যন্ত বুঝি হারাতেই হবে।

এই সব গোলযোগের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। হঠাৎ ভীষণ শব্দে পাহাড় ফেটে দু'ফাঁক হয়ে গেল আর মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন পাতার পোশাকপরা এক সুন্দরী দেবী। এঁর নাম এর্দা—বিশ্বের পালয়িত্রী। ওটানের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে তিনি ব্যাকুলভাবে মিনতি করতে লাগলেন আংটিটা দেবার জন্য—কেননা ঐ আংটি কাছে রাখলে দেবতাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না।

এর্দার কথা শুনে ওটান বুঝতে পারলেন আংটিটা দিয়ে দেওয়াই ভালো। তাই তুষার-

দানবদের দিকে ফিরে বললেন, "এই নাও আংটি—আংটি নিয়ে আমার বোনকে মুক্ত করে দাও।···মনে রেখো, এই আংটির সঙ্গে ভীষণ অভিশাপ জড়িয়ে আছে যা এড়িয়ে যাবার শক্তি কারো নেই।"

দানবেরা মায়া-ধন নেবার সঙ্গে-সঙ্গে আলবেরিকের অভিশাপের ক্রিয়া শুরু হল। সোনাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ভাগ করবার সময় দুই দানবের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। ফাসোল্ট বলল ফাফনার তাকে ঠকিয়ে নিজের ভাগে বেশি নিচ্ছে। এ কথায় ফাফনার অত্যন্ত রেগে উঠল। রাগের বশে ফাসোল্টের মাথায় এঁমন জোরে সে আঘাত করল যে ফাসোল্ট তৎক্ষণাৎ সেখানে মারা গেল।

সমস্ত ধনরত্ন ভালো করে বেঁধে নিয়ে ফাফনার নিজের দেশে চলল। যাবার সময় ভাইয়ের মৃতদেহের পানে একবারও চেয়ে দেখল না। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দেবতারা

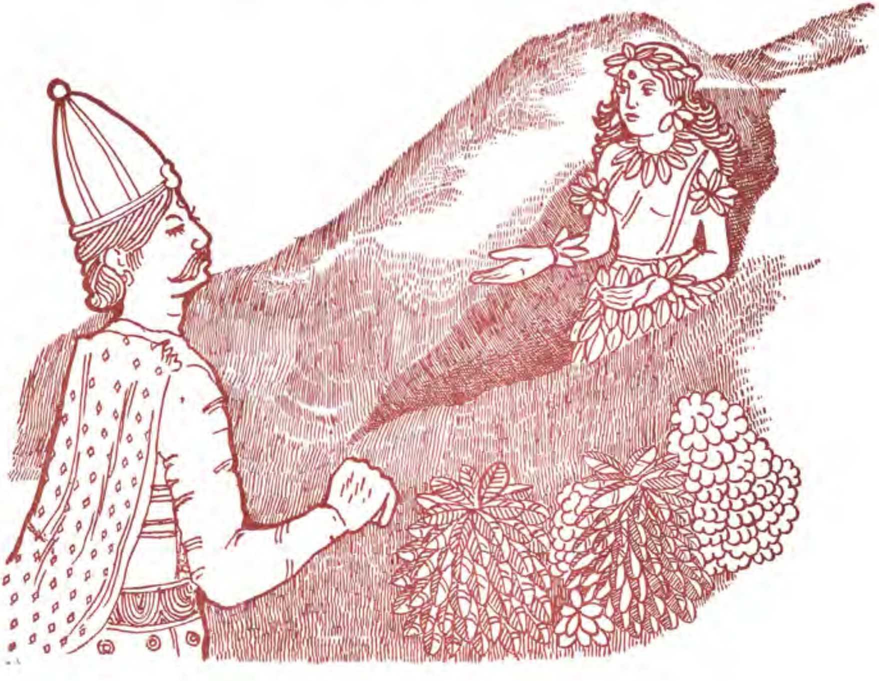

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন—আলবেরিকের অভিশাপ যে এত শীঘ্র ফলবে তা তাঁরা ভাবতেই পারেন নি।

ওটানের মনের মধ্যেও বিষাদের ছায়া পড়ল, কারণ এখন তিনি বুঝতে পারলেন রাইন-সোনা রাইন-কুমারীদের ফেরত না দিয়ে তিনি এক ভয়ানক অপরাধ করেছেন।

সকলে যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছেন সেই সময় বজ্রের দেবতা থর তাঁর বিশাল হাতুড়ি দিয়ে পাহাড়ের গায়ে এক প্রচণ্ড আঘাত করে ঝড়ের অলক্ষ্য শক্তিবৃন্দকে আদেশ করলেন, যেন তারা অবিলম্বে পাহাড়ের চারধার কুয়াশামুক্ত করে।

মুহূর্তের মধ্যে কুয়াশা অন্তর্হিত হল। সবাই মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখলেন, দুরে পাহাড়ের উপর অপূর্ব শোভামণ্ডিত বাল্‌হালা প্রাসাদ আর রাইন-উপত্যকার উপর দিয়ে প্রাসাদের দ্বার পর্যন্ত প্রসারিত অতি সুন্দর এক রামধনুর সেতু।

ফ্রীয়ার হাত ধরে ওটান সেতুর উপর দিয়ে প্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁর পিছু পিছু সারি দিয়ে চললেন অন্যান্য দেব-দেবীরা। হাস্য-পরিহাস করতে করতে দেবতারা যখন প্রফুল্ল মনে সেতু পার হচ্ছিলেন তখন অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা পাহাড়ের উপর এক অপরূপ দৃশ্য রচনা করেছে। সমস্ত পাহাড় আলোয় ঝলমল করছে, নীচে উপত্যকায় অজস্র ফুল ফুটেছে, তাদের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। কিন্তু প্রকৃতির এই সৌন্দর্য ওটানের মনকে আকৃষ্ট করতে পারল না—মন তাঁর গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। সকলের আগে আগে যখন তিনি চলেছেন প্রাসাদের দিকে, তখন দূর হতে সান্ধ্য বাতাসের সঙ্গে কানে তাঁর ভেসে এল রাইন-কন্যাদের সকরুণ বিলাপধ্বনি।

রামধনুর সেতু পার হয়ে কিছুক্ষণ পরেই দেবতারা তাঁদের নবনির্মিত প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করে যখন তাঁরা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তাঁদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইল না। শোভা-সম্পদের এমন বিচিত্র সমাবেশ তাঁদের কল্পনাতীত। পাথরের বড় বড় সুদৃশ্য স্তম্ভের উপর অপূর্ব কারুকার্যখচিত বিশাল ছাদ। ছাদ এত উর্ধ্বে যে মনে হয় আকাশকে যেন স্পর্শ করেছে। প্রশস্ত হল্-এর দু'পাশে বড় বড় সুসজ্জিত কক্ষ। সামনে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বাগান। বাগানে নানা রকমের অজস্র ফুল ও ফল। বাগানের একধারে সেই অপূর্ব আপেল গাছটি—যার ফল আহরণ করে ফ্রীয়া দেবতাদের পরিবেশন করত।

স্থানে স্থানে স্বচ্ছ শীতল ঝরনা। তাদের উচ্ছল জলধারায় সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করেছে।

প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখে দেবতারা মুগ্ধ হলেন। ঐশ্বর্যের সমারোহের মধ্যে দিন তাঁদের পরম আনন্দে কাটতে লাগল।

কিন্তু সকলে সুখী হলেও একজনের মনে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। দিনের পর দিন বিষাদের ভারে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন। ওটানের মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছুতেই তিনি ভুলতে পারছিলেন না যে, যা কিছু ঐশ্বর্য তিনি পেয়েছেন সবই রাইন-সোনার বিনিময়ে। তিনি নিশ্চিত জানতেন, মায়াধন রাইন-কন্যাদের হাতে প্রত্যর্পণ না করলে বিপদের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে।

সুতরাং অন্যান্য দেবতাদের হাস্য-কৌতুকে প্রাসাদ যখন মুখরিত হয়ে উঠত, ওটান তখন নির্জনে বসে ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করতেন।

এইভাবে কিছুকাল কেটে গেল। দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে অবশেষে ওটান স্থির করলেন, ধরিত্রীদেবী এর্দার সন্ধানে যাত্রা করবেন। এর্দার সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়তো কোনো উপায় মিলতে পারে। আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওটান একদিন সকালে তাঁর বর্শাটি হাতে ক'রে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যে ভীষণ বিপদ তাঁদের মাথার উপর উদ্যত হয়ে আছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় যেমন করেই হোক আবিষ্কার করতে হবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল, তবু ওটানের দেখা নেই। দেবতারা চিন্তিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু ওটানের সন্ধান করেনই বা কি করে?

কোথায় যে তিনি গেছেন কেউ তা জানে না। আরো কিছুদিন কাটল। দেবতারা ক্রমশ অধীর হয়ে পড়েন। মনে মনে ভাবেন, ওটানের হয়তো কোনো বিপদ ঘটেছে। প্রাসাদের আনন্দ-কলরব থেমে যায়, বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

তারপর একদিন প্রভাতে হঠাৎ তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল এক অপূর্ব সঙ্গীতের ঝঙ্কারে। প্রাসাদের বাইরে এসে তাঁরা দেখলেন, দূরে আকাশের গায়ে একদল সুন্দরী মেয়ে—গান করতে করতে তারা উড়ে আসছে মেঘের ভিতর দিয়ে আর তাদের মাঝখানে ওটান। সংখ্যায় তারা ন'জন, প্রত্যেকের দেহেই যুদ্ধের সাজ—পক্ষিরাজ ঘোড়া তাদের বাহন।

ওটানকে দেখতে পেয়ে দেবতারা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন ওটানের মুখে আর বিষাদের কালিমা নেই, মন যেন তাঁর নতুন উৎসাহে ভরপুর।

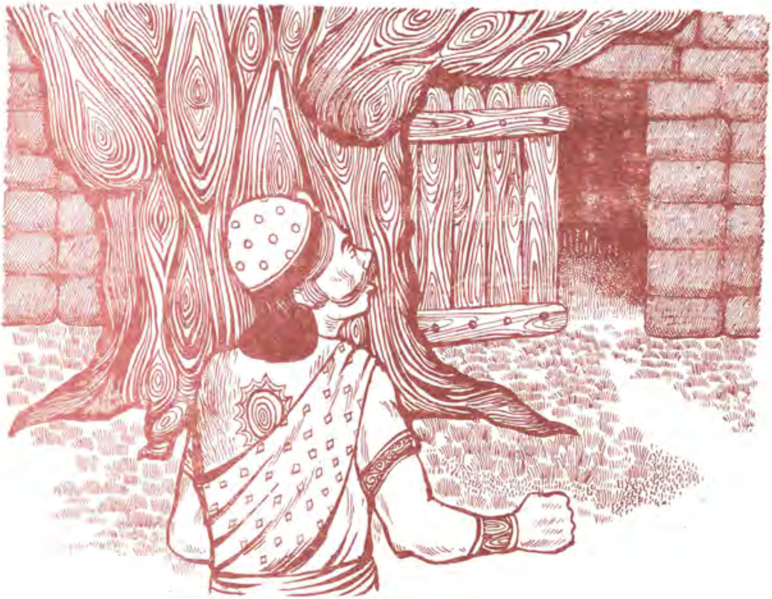

সঙ্গিনীদের নিয়ে ওটান কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর দেবতাদের লক্ষ্য করে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "বিপদকে ভয় করবার আর আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এরা সকলে আমার সঙ্গে এসেছে শত্রুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্য! বীরকুমারী নামে এরা পরিচিত—যুদ্ধবিদ্যায় এদের অসাধারণ নৈপুণ্য। পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠের উপর চড়ে সারা পৃথিবী এরা ঘুরে বেড়াবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব বীরের মৃত্যু হয়েছে তাদের আত্মাকে নিয়ে আসবে আমাদের এই প্রাসাদে। সেই সব দুর্ধর্ষ বীর আমাদের দেহরক্ষী হবে—তাদের কাছে পেলে বিপদকে অনায়াসে আমরা তুচ্ছ করতে পারবো।"

দেবতারা সানন্দে বীরকুমারীদের অভ্যর্থনা করলেন। তারপর সোনার আপেল এনে তাদের খাওয়ানো হল যাতে তারা দেবতাদের মতো অমর হতে পারে।

প্রতিদিন বীরকুমারীরা দূর-দূরান্তরে যেত বীরের সন্ধানে এবং যুদ্ধে যে সব বীর প্রাণ দিয়েছে তাদের সন্ধান পেলেই সঙ্গে করে নিয়ে আসত বাল্‌হালায়। কিছুদিন পরেই বাল্‌হালায় এক শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে উঠল। ওটানের দুশ্চিন্তা কতকটা কমে গেল। তাঁর সৈনিকরা প্রতিদিন নানারকম কসরৎ করত, যুদ্ধের ছলে তারা পরস্পরকে আক্রমণ করত বর্শা ও তরবারি নিয়ে এবং দৈবাৎ যদি আঘাত লাগত কারো দেহে, সে আঘাত যাদুবলে আরাম হয়ে যেত নিমেষে—আহত সৈনিক কোনো ব্যথাই অনুভব করত না।

দিন যায়। বীরকুমারীদের সাহায্যে দুর্ধর্ষ সৈন্যদল পেয়ে ওটান যদিও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করেছিলেন, তবু তাঁর মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। তিনি জানতেন, যে ভয়ঙ্কর অভিশাপ অপহৃত মায়াধনকে আশ্রয় করে রয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। তিনি যদি ঐ ধন উদ্ধার করে রাইন-কন্যাদের হাতে ফেরত দিতে পারেন তবেই তাঁরা নিরাপদ, নইলে বিপদ একদিন ঘটবেই। সুতরাং মায়াধন কি করে উদ্ধার করা যেতে পারে ওটান এখন সেই চিন্তায় মন দিলেন।

কলহের ফলে ভাইকে হত্যা করে ফাফনার সমস্ত ধন নিয়ে এক গভীর বনের মধ্যে এসে সেখানেই এক গুহার ভিতর তার সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল। অনেক কষ্টে সে ঐ ধন সংগ্রহ করেছে—কেউ যদি সন্ধান পেয়ে চুরি করে, তবে আর দুঃখের সীমা থাকবে না। মায়া-টুপির সাহায্যে এক ভীষণ ড্রাগনের দেহ ধারণ ক'রে গুহার মুখে শুয়ে সে ঐ ধন পাহারা দিত সর্বক্ষণ।

কোথায় যে ঐ ধন লুকানো আছে ওটান তা জানতেন, কিন্তু জেনেও তা স্পর্শ করবার উপায় ছিল না। কারণ ফাফনারকে ওটান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ফ্রীয়ার বিনিময়ে সে ঐ ধনরত্নের অধিকারী হবে। মায়াধন উদ্ধার করতে হলে ওটানকে এমন একজন সাহসী যোদ্ধা খুঁজে বের করতে হবে যে ঐ ড্রাগনকে বধ করবার শক্তি রাখে।

ওটান সারা পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও এমন একজন সাহসী বীর দেখতে পেলেন না যে ঐ ড্রাগনরূপী দানবকে বধ করতে পারে। শেষটা তিনি স্থির করলেন, পুত্র সীগমুণ্ড্‌কে ঐ কাজে পাঠাবেন। দেবরাজের পুত্র হলেও সীগমুণ্ডের জন্ম হয়েছিল আমাদের এই পৃথিবীতে, কারণ তার মা ছিলেন মানবী। ওটানের নির্দেশে সীগমুণ্ড্‌ বাল্যবয়স থেকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল যাতে একদিন সে ঐ ভীষণ দানবের সম্মুখীন হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

কিন্তু সীগমুণ্ডের বাল্যজীবন নানা দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। একদিন তার অনুপস্থিতিতে হুনডিঙ নামে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তার বাড়ি আক্রমণ করল। বাড়িখানা সে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল এবং তার মাকে হত্যা করে তার যমজ বোন সীগলিণ্ডকে ধরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে সীগমুণ্ড যখন এই দুর্ভাগ্যের কথা শুনল তখন সে প্রথমটা দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল, কিন্তু খানিক বাদেই প্রতিহিংসা তার মনকে কঠিন করে তুলল। সে সঙ্কল্প করল, হুনডিঙকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করবে এবং যতদিন না সে তার বংশ নির্মূল করতে পারছে ততদিন সে কিছুতেই বিশ্রাম নেবে না।

এর কিছুদিন পরেই আর এক দুঃখের আঘাতে সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার পিতা ওটান সর্বদাই তার পাশে থেকে তাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ তিনি কোথায় চলে গেলেন কাউকে কিছু না বলে। যাবার সময় তিনি যে চিঠি রেখে গিয়েছিলেন তাতে শুধু লেখা ছিল, সীগমুণ্ড যখন বিপদে পড়বে তখন হাতের কাছেই সে একখানি তরবারি পাবে এবং ঐ তরবারিই তাকে রক্ষা করবে বিপদ থেকে। পর পর এই দুটি বিপদে সীগমুণ্ড অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ল, কিন্তু তবু সে তার সঙ্কল্প ছাড়ল না। চারিদিকে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল হুনডিঙের সন্ধানে।

একদিন, দীর্ঘ পথভ্রমণের পর ক্লান্ত হয়ে, সন্ধ্যাবেলায় সে দেখতে পেল দূরে বনের মধ্যে একটি কুটির। কুটিরটি প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়িকে কেন্দ্র করে তৈরী। রাত্রির মতো সেখানে আশ্রয় মিলতে পারে এই আশায় সে কুটিরের দরজার কাছে উপস্থিত হল। দু'চার বার ডাক দিয়ে কারো সাড়া না পেয়ে, সে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করল। সারাদিন সে হেঁটেছে, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, ঘরের একপাশে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে থাকতে-থাকতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সীগমুণ্ড ঘুমিয়ে পড়ার খানিক পরেই একটি মেয়ে এসে ঢুকল সেই ঘরে। মেয়েটি আর কেউ নয়, তারই যমজ বোন সীগলিণ্ড। নিয়তির অদ্ভুত খেয়ালে সীগমুণ্ড আজ তারই গৃহে অতিথি যাকে হত্যা করার সঙ্কল্প নিয়ে এতদিন সে পথে পথে ঘুরছে। শ্রান্তিমলিন পথিককে দেখে সীগলিণ্ডের দয়া হল। সে তাড়াতাড়ি কিছু খাদ্য ও পানীয় এনে পথিককে শুশ্রূষা করতে লাগল। সে অবশ্য জানত না যে, এই দীন আগন্তুক তারই ভাই। সীগমুণ্ডও অবশ্য চিনতে পারে নি তার বহু দিনের হারানো বোনটিকে, কারণ তারা প্রত্যেকেই জানত অপরজন মৃত।

সীগলিণ্ড যখন অতিথি-সেবায় ব্যস্ত, সেই সময় হুনডিঙ ফিরে এল। ঘরে একজন অতিথিকে দেখে সে মধুর কথায় তাকে আপ্যায়িত করল এবং রাত্রির মতো তাদের গৃহে বিশ্রাম করার অনুরোধ জানাল। সীগমুণ্ড সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করল, কারণ সে ভাবতেই পারে নি যে, এই বনবাসী শিকারী তার পরম শত্রু হুনডিঙ। আলাপ করতে করতে শিকারী সীগমুণ্ডের পরিচয় জানতে পারল এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল।

সীগমুণ্ডের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে হুনডিঙ বলতে লাগল, "তুমি না আমার বংশ নির্মূল করবে বলে সঙ্কল্প করেছ! তোমার গর্বের কথা শুনে হাসি পায়। আজ রাত্রে আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চাই না, কারণ তুমি আমার অতিথি। কিন্তু কাল সকালে তোমার পরিত্রাণ নেই। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই আমি—আশা করি তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকবে।"

এই কথা বলে হুনডিঙ ক্রুদ্ধভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হুনডিঙের কথা শুনে সীগমুণ্ড আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল এতদিন সে যাকে সন্ধান করে ফিরছে, অদৃষ্ট আজ তাকে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তারই গৃহে এনে উপস্থিত করেছে। কিন্তু যদিও পথশ্রমে তখনও সে ক্লান্ত ও দুর্বল, তবুও হুনডিঙের যুদ্ধার্থে আহ্বান গ্রহণ করতে সে দ্বিধাবোধ করল না। মনে-মনে সে ভাবতে লাগল, তার সারা জীবনই বুঝি অতিবাহিত হবে দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে। দুঃখের পর দুঃখ—দুঃখের যেন আর শেষ নেই! ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ তার ওটানের চিঠির কথা মনে পড়ে গেল—বিপদের সময় নিকটেই সে একখানি তরবারি দেখতে পাবে যার সাহায্যে অনায়াসে সে শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবে।

যখন সে মনে-মনে এইসব ভাবছে, সেই সময় দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলে গেল এবং যে মেয়েটি কিছুক্ষণ আগে তার শুশ্রূষা করছিল সে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে সীগমুণ্ডের পাশে দাঁড়াল।

"হুনডিঙ পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে," ফিস্ ফিস্ করে সে বলল—"তার পানীয়ের সঙ্গে আমি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি। হুনডিঙ তোমাকে বধ করতে চায়। যদি তুমি প্রাণ বাঁচাতে চাও তাহলে এইবেলা পালাও।"

সীগমুণ্ড কিন্তু পালাতে রাজী হল না। সে তাকে জিজ্ঞেস করল কেন সে তাকে বাঁচাবার

জন্য এত ব্যগ্র, তার সঙ্গে তো কোনো পরিচয়ই নেই তার। তারপর সীগলিণ্ডের পানে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, "পরিচয় যে নেই তাই বা কেমন করে বলি! আমার কেমন মনে হচ্ছে যেন তোমায় আগে কোথাও দেখেছি!"

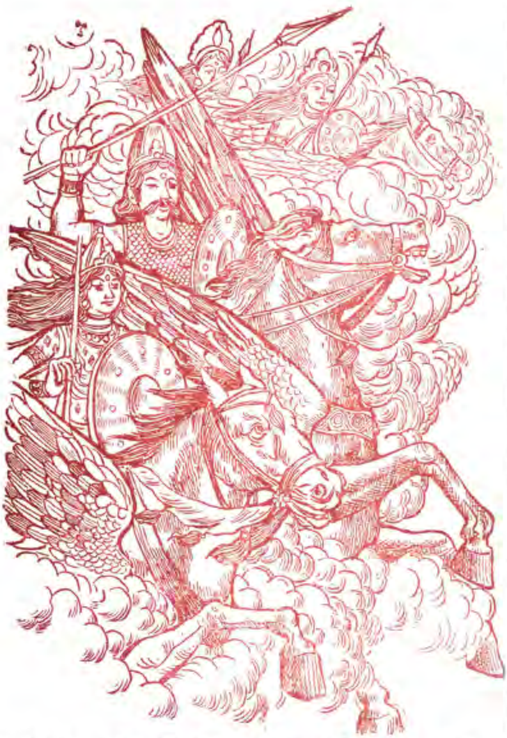

"আমারও মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার অতি পরিচিত।" জবাব দিল সীগলিণ্ড, "আমি তোমায় আমার জীবনের কাহিনী বলবো। আগে যে কোথাও আমাদের দেখা হয়েছে এ হয়তো সত্যি, কারণ হুনডিঙের পরিবারে বেশিদিন তো আমি আসি নি।"

তারপর কেমন করে সে হুনডিঙের গৃহে এল সেই কাহিনী বর্ণনা করল।

সীগলিণ্ড বলতে লাগল, "তার পর থেকে আমার জীবন অতি সাধারণভাবে কেটেছে, এমন কিছু ঘটনা ঘটে নি যা বলা যেতে পারে। তবে আমার বিয়ের সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল যা আজও আমি ভুলতে পারি নি। ভোজসভায় যখন সকলে আমোদ-প্রমোদে মত্ত সেই সময় হঠাৎ কোথা থেকে একজন অদ্ভুত একচক্ষু লোক এসে উপস্থিত হল। হাতে তার একটা প্রকাণ্ড তরবারি। একটা বড় গাছের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে তার তরবারি দিয়ে গাছের গায়ে প্রচণ্ড একটা আঘাত করল। সঙ্গে-সঙ্গে তরবারির ফলাটা গাছের মধ্যে বিঁধে গেল। একচক্ষু লোকটি তখন নিমন্ত্রিত অতিথিদের দিকে ফিরে উচ্চস্বরে বলল, 'সারা জগতে শুধু একজন

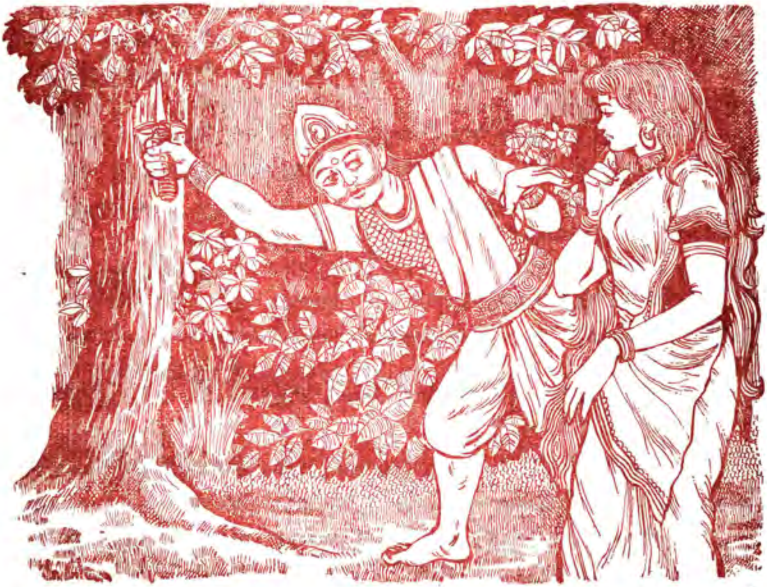

লোক আছে যে ঐ তরবারি গাছের ভিতর থেকে টেনে বের করতে পারবে।' তারপর অনেক বড় বড় যোদ্ধা ঐ জায়গায় এসে তরবারিটা টেনে তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই সফল হয় নি। তরবারিটা আগে যেমন ছিল, আজও সেই অবস্থায় আছে। একচক্ষু লোকটি যার কথা বলে গেছে সে ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ঐ তরবারি টেনে তুলতে পারবে না।"

সীগমুণ্ড যখন এই তরবারির কথা শুনল তখন তার মন গর্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল যে এই সুন্দরী মেয়েটি তারই যমজ বোন সীগলিণ্ড এবং ঐ তরবারি ওটানই রেখে গেছেন তারই জন্যে। তখন ভাই-বোনে নিঃশব্দে কুটির থেকে বেরিয়ে সেই গাছটার কাছে এল এবং তরবারির হাতলটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে সীগমুণ্ড অনায়াসে সেটা টেনে তুলল। তরবারিখানা এক হাতে ধরে বোনের দিকে ফিরে সে বলল, "এই দেখো,

তরবারিখানা আমি টেনে তুলেছি। তুমি যে একচক্ষু আগন্তুকের কথা বলেছ তিনি আমাদের পিতা-ওটান। তিনি আমার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন, বিপদের সময় হাতের কাছে আমি এমন একখানা তরবারি পাবো যার বলে শত্রুকে বধ করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। এতকাল পরে সেই আশ্চর্য তরবারি আমি পেয়েছি। কিন্তু এর চেয়েও আনন্দের বিষয় এই যে, বহু দিনের হারানো বোনটির সন্ধান মিলেছে। তুমিই আমার বোন সীগলিণ্ড—আমার গৃহ লুণ্ঠন করে দস্যুরা যাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। চাও দেখি আমার মুখের পানে—হয়তো আমাকে মনে পড়বে।”

সীগলিণ্ড প্রথমে সন্দিগ্ধভাবে তার মুখের পানে তাকাল, কিন্তু ক্রমশ যেন তার স্মৃতির রুদ্ধদ্বার খুলে গেল, সীগমুণ্ডকে চিনতে পারল সে। তারা দুজনেই খুব খুশি হল, কিন্তু তখনও তাদের মন নিরুদ্বিগ্ন হতে পারছিল না—হুনডিঙের গৃহ থেকে পালাতে না পারলে তারা নিরাপদ নয়। পথেও বিপদ আছে বটে, তবে ওটানের দেওয়া তরবারির সাহায্যে অনায়াসেই তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে।

সাহসে ভর করে ভাই-বোন নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

হুনডিঙের অজ্ঞাতে সীগমুণ্ড যে তার বোনকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে তা জানতে পারলেন দেবরাজ ওটান। এর পরে যে কী ঘটবে তাও তিনি অনায়াসে অনুমান করে নিলেন। হুনডিঙ ঘুম থেকে জেগে উঠে সীগমুণ্ডের সন্ধানে বেরুবে এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই যুদ্ধে আহ্বান করবে তাকে। সুতরাং বীরকুমারী ব্রুনহিল্ডকে ডেকে তিনি আদেশ করলেন যেন সে আসন্ন বিপদ থেকে সীগমুণ্ডকে রক্ষা করে। সীগমুণ্ডের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য তিনি ঐ হতভাগ্য যুবকের দুঃখময় জীবনের কাহিনী বলতে শুরু করলেন। ওটানের কথা শেষ হবার আগেই ব্রুনহিল্ড সীগমুণ্ডের সাহায্যে বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। সীগমুণ্ড যাতে যুদ্ধে জয়ী হয় তার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে—নিষ্ঠুর হুনডিঙের চেষ্টা কিছুতেই সে সফল হতে দেবে না। ওটানের বক্তব্য শেষ হতেই সে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সীগমুণ্ডের সন্ধানে।

বীরকুমারীকে আদেশ দেবার সময় ওটান একবারও ভাবেন নি যে, সীগমুণ্ডকে বাঁচাবার চেষ্টা করা তার পক্ষে অন্যায়। ব্রুনহিল্ডের প্রস্থানের সঙ্গে-সঙ্গেই ফ্রিকা এসে ওটানের সামনে দাঁড়ালেন। ফ্রিকা বললেন, সীগলিণ্ড বিবাহের সময় যে শপথ করেছিল সেই শপথ সে ভঙ্গ করেছে—সীগমুণ্ড তার বোনকে এই অন্যায় কাজে সহায়তা করে যদি শাস্তি না পায়, লোকে বলবে দেবতারা ন্যায় বিচার করেন না।

উত্তরে ওটান বললেন, সীগলিণ্ড স্বেচ্ছায় হুনডিঙকে বিবাহ করে নি, কাজেই সে ঐ শপথের দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

ওটানের কথায় ফ্রিকা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন, "ন্যায়ের মর্যাদা রাখতেই হবে। সীগলিণ্ড স্বামীর কাছে ফিরে যাবে আর সীগমুণ্ড শিকারীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারাবে।"

ফ্রিকার কথা শুনে ওটানের মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন, সীগমুণ্ডকে বাঁচাবার চেষ্টা করা বৃথা। ফ্রিকার যুক্তি খণ্ডন করা সম্ভব নয়। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ব্রুনহিল্ডকে ডেকে তিনি বললেন যেন সে সীগমুণ্ডকে রক্ষা করবার চেষ্টা না করে—সীগমুণ্ডের মৃত্যু অনিবার্য। অত্যন্ত কাতরভাবে ওটান বললেন, তাঁদের এই আসন্ন বিপদ রাইন-সোনা ফেরত না দেওয়ারই শোচনীয় পরিণাম। ব্রুনহিল্ড ম্লানমুখে ওটানের সব কথাই শুনল, কিন্তু যদিও সে প্রকাশ্যে ওটানের আদেশ পালন করতে অসম্মতি জানালো না, মনে

মনে সে স্থির করল, হতভাগ্য সীগমুণ্ডকে রক্ষা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

এদিকে সীগমুণ্ড আর সীগলিণ্ড পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একটি বনের মধ্যে বিশ্রাম করছিল। সীগলিণ্ড নিদ্রিত, সীগমুণ্ড জেগে তাকে পাহারা দিচ্ছে। ঠিক সেই সময় ব্রুনহিল্ড সেখানে উপস্থিত হল। পাছে সীগলিণ্ডের ঘুম ভেঙে যায় এই ভয়ে সে মৃদুস্বরে সীগমুণ্ডকে ডাকল। সীগমুণ্ড বনের মধ্যে হঠাৎ তাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। ব্রুনহিল্ড নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "যে সংবাদ আমি এনেছি তা শুনে তুমি খুশি হবে না। যুদ্ধে তোমার পরাজয় হবে।"

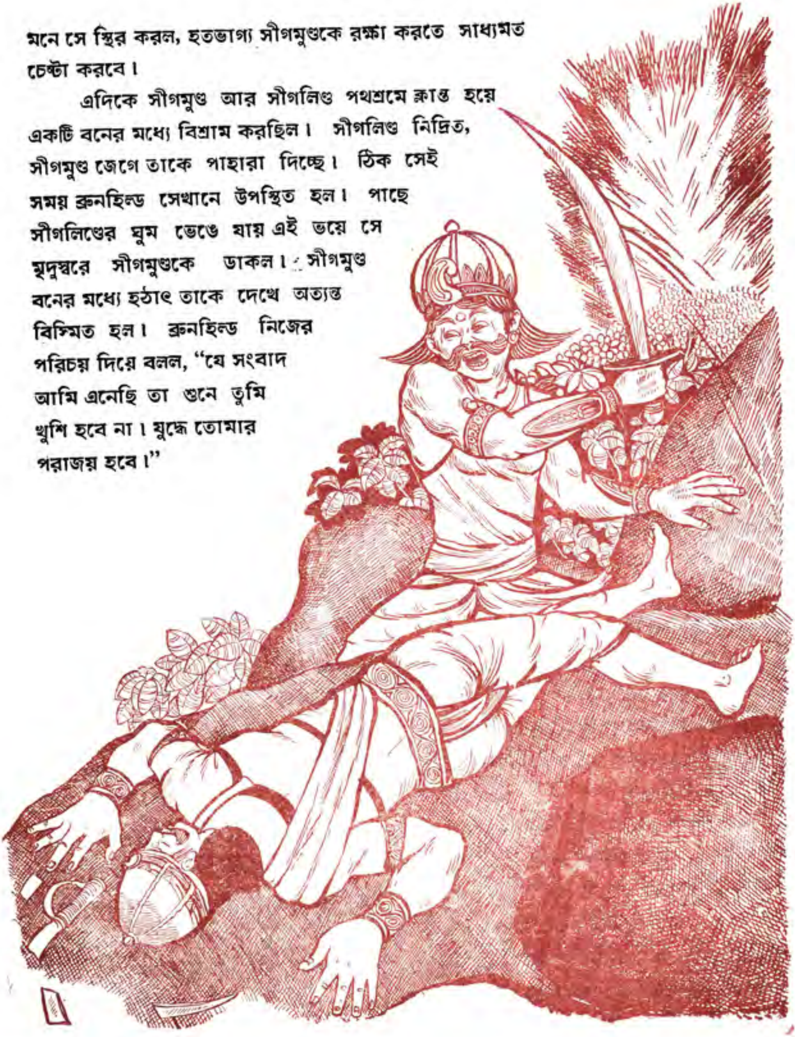

"পরাজয়ের আশঙ্কা আমি করি না," নির্ভীকভাবে উত্তর দিল সীগমুণ্ড—"আমার কাছে যে মায়া-তরবারি আছে তার সাহায্যে অনায়াসে আমি শত্রুকে বধ করতে পারবো।"

"সে আশা বৃথা," দুঃখিতভাবে বলল ব্রুনহিল্ড—"দেবতারা স্থির করেছেন যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হবে আর মৃত্যুর পর তোমায় আমি নিয়ে যাবো বাল্‌হালা প্রাসাদে।"

বিস্মিত স্বরে সীগমুণ্ড জিজ্ঞেস করল, "বাল্‌হালা? সে আবার কী?"

"দেবতারা ওখানে বাস করেন। বড় বড় বীরেরাও ওখানে স্থান পায় মৃত্যুর পর।" জবাব দিল ব্রুনহিল্ড। তারপর সে বাল্‌হালার সুখৈশ্বর্যের কথা সবিস্তারে বলতে শুরু করল।

কিন্তু সীগমুণ্ড মনে মনে স্থির করল, যদি সে তার বোনকে সঙ্গে নিতে না পারে, তবে সে ঐ সুখৈশ্বর্য চায় না। বীরকুমারীর কাছে যখন সে শুনল তাকে একাই যেতে হবে, তখন সে এতটুকু দ্বিধা না করে বীরকুমারীকে জানিয়ে দিল যেন সে ওটানকে বলে, বোনকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী নয় সে।

যমজ ভাই-বোনের পরস্পরের প্রতি এরকম গভীর ভালবাসা দেখে ব্রুনহিল্ড এতটা মুগ্ধ হল যে, ওটানের আদেশ অমান্য করবে বলে সে মনে-মনে স্থির করে ফেলল এবং সীগমুণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দিল যে সে যুদ্ধে তার সহায়তা করবে।

সীগমুণ্ড অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল। যুদ্ধে জয় নিশ্চিত মনে করে হুনডিঙের অপেক্ষায় স্থিরভাবে বসে রইল সে। ইতিমধ্যে হুনডিঙও পলায়িত শত্রুর অনুসরণে সেই বনের প্রান্তে এসে উপস্থিত। হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল—মনে হল যেন এই আসন্ন যুদ্ধের বিভীষিকা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। বজ্রের কড় কড় শব্দে চতুর্দিক কেঁপে উঠতে লাগল, বিদ্যুতের শিখা আকাশের বুকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধ শুরু হল। ঝড়ের শব্দে জেগে উঠে সীগলিণ্ড সবিস্ময়ে দেখল, সীগমুণ্ড বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করছে হুনডিঙের সঙ্গে। ভয় ও উদ্বেগে বিবর্ণমুখে সে উঠে দাঁড়াল। দেখল, সীগমুণ্ডের মাথার উপরে ব্রুনহিল্ড উড়ে বেড়াচ্ছে—প্রয়োজন হলেই যেন সে সীগমুণ্ডকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলল। শিকারী একটু ক্লান্ত হতেই, হঠাৎ একসময় সীগমুণ্ড বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে তার মুখের সামনে তরবারি তুলে ধরল। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশের গায়ে এক অপূর্ব আলোকের সৃষ্টি হল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সীগমুণ্ডের তরবারি ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে চারিধারে ছড়িয়ে পড়ল, আর হুনডিঙের প্রচণ্ড আঘাতে সীগমুণ্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মূর্ছিত হয়ে।

ওটান ফ্রিকাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই এ যুদ্ধে তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে হল। সীগমুণ্ডের মৃত্যু হল শিকারীর হাতে, কিন্তু যুদ্ধজয়ের আনন্দ শিকারীকে বেশিক্ষণ ভোগ করতে হল না। ওটান তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকাতেই তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ব্রুনহিল্ড এখন বুঝতে পারল, ওটানের আদেশ অমান্য করে সে এক ভয়ানক অপরাধ করেছে এবং পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কোন ভীষণ শাস্তি দেন এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি অর্ধমূর্ছিত সীগলিণ্ডকে কোলে তুলে পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। ঘোড়া তীরবেগে ছুটতে লাগল। পাহাড়ের এক জায়গায় সঙ্গিনীরা তার জন্য অপেক্ষা করছিল, সেখানে এসে ঘোড়া থেকে সে নামল। নেমেই সে সঙ্গিনীদের সমস্ত ব্যাপার বলল এবং ওটানের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় আছে কিনা সে সম্বন্ধে তাদের পরামর্শ চাইল।

ভীতকণ্ঠে ব্রুনহিল্ড বলল, "আমায় বাঁচাতে না পারো, সীগলিণ্ডকে বাঁচাও—ওর কোনো দোষ নেই।"

"আমার আর বাঁচার সাধ নেই," সজল চোখে বলল সীগলিণ্ড—"সীগমুণ্ড এ জগতে নেই, কী হবে আমার বেঁচে থেকে? আমি চাই মৃত্যু—মরে তার সঙ্গে হয়তো মিলিত হতে পারবো। তোমরা যদি আমার উপকার করতে চাও তাহলে আমায় মেরে ফেলো—ঐ তরবারি আমার বুকে বসিয়ে দাও!"

"তা হয় না, সীগলিণ্ড—তোমাকে বাঁচতেই হবে।" উচ্চকণ্ঠে বলল ব্রুনহিল্ড—"এখান থেকে পালিয়ে তোমাকে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে। জেনো, তোমার গর্ভস্থ সন্তান বড় হয়ে এমন একজন বীর হবে যার চেয়ে বড় বীর আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মায় নি। এই দেখো, সীগমুণ্ডের ভাঙা তরবারির টুকরোগুলো আমি কুড়িয়ে রেখেছি, কারণ এগুলো জোড়া দিয়ে যে নতুন তরবারি তৈরী হবে তার সাহায্যে তোমার পুত্র অসাধ্য সাধন করবে।"

বীরকুমারীর এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সীগলিণ্ডের দুঃখের কতকটা উপশম হল এবং সে তার পরামর্শ মতো কাজ করতে সম্মতি জানাল। হঠাৎ এক ভয়ানক ঝড়ের সৃষ্টি হয়ে চারিদিক আঁধার হয়ে গেল। সে আঁধারের মধ্যে সীগলিণ্ডকে নিয়ে বীরকুমারীরা এক গভীর বনের মধ্যে উপস্থিত হল। এই বনেই আশ্রয় নিয়েছিল তুষার-দানব ফাফনার তার অতুল ধনরত্ন নিয়ে।

বীরকুমারীরা জানত, সীগলিণ্ড এখানে নিরাপদ, কারণ ওটান কখনও ফাফনারের বাসভূমিতে প্রবেশ করবেন না।

সীগলিণ্ডকে ঐ বনের মধ্যে রেখে বীরকুমারীরা যখন ফেরবার উপক্রম করছে, ঠিক সেই সময় এক অত্যুজ্জ্বল আলোকের মধ্যে ওটানের আবির্ভাব হল। গম্ভীরকণ্ঠে ওটান ডাকলেন—"ব্রুনহিল্ড !"

কিন্তু ব্রুনহিল্ড সাড়া দিল না, অন্যান্য বীরকুমারীও বনের মধ্যে আত্মগোপন করে রইল।

পুনরায় ওটানের গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হল। এবার তিনি ব্রুনহিল্ডকে উদ্দেশ করে বললেন, "শোনো—চুপ করে থেকে কোন লাভ নেই। তোমার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, শাস্তির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।"

ভীতমুখে এগিয়ে এসে ব্রুনহিল্ড ওটানের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল।

গম্ভীরকণ্ঠে ওটান বললেন, "ব্রুনহিল্ড, তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ—বাল্‌হালায় আর তোমার স্থান নেই। দেবত্ব তুমি হারালে, এখন থেকে পৃথিবীতে তুমি বাস করবে সাধারণ মানবীর মতো।"

ওটানের কথা শুনে, ব্রুনহিল্ড কাতরভাবে মিনতি করল ঐ নিদারুণ দণ্ড প্রত্যাহার করার জন্য। সে বলল, ওটানই ঐ যমজ ভাই-বোনের প্রতি তার মমতা আকর্ষণ করেছিলেন—তাদের দুঃখময় জীবনের কথা না শুনলে কখনও সে দেবরাজের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হত না। কিন্তু ওটান তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করতে রাজী হলেন না।

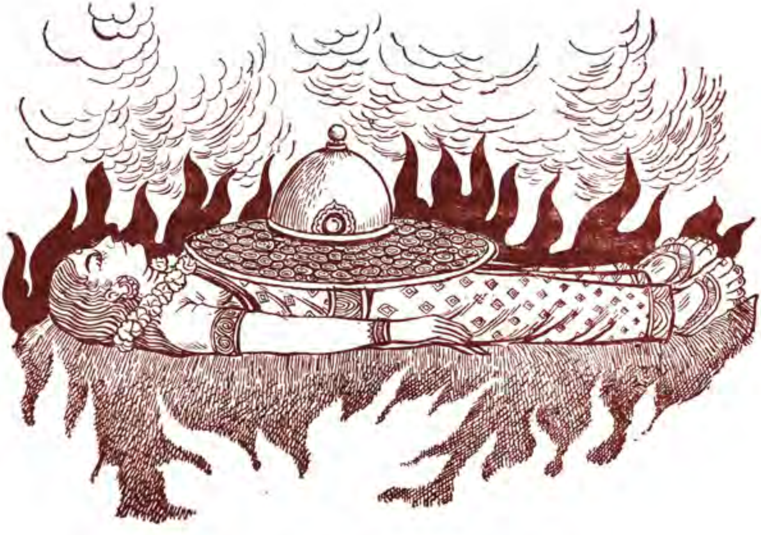

গাঢ়স্বরে ওটান বললেন, "ব্রুনহিল্ড, বীরকুমারীদের মধ্যে তোমাকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারলে আমি সুখী হতাম, কিন্তু আমি তা করতে পারি না—অপরাধের শাস্তি আমাকে দিতেই হবে। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পৃথিবীতে তুমি অবস্থান করবে। যে তোমাকে ঐ ঘুম থেকে জাগিয়ে উদ্ধার করবে সে-ই হবে তোমার স্বামী—তার আদেশ পালনে তুমি বাধ্য হবে।"

আর্তস্বরে ব্রুনহিল্ড চেঁচিয়ে উঠল, "তাই যদি হয়, তবে কোন কাপুরুষ যেন আমায় জাগাতে না পারে। দয়া ক'রে আমায় এমন স্থানে রাখবেন যেখানে বীরপুরুষ ছাড়া আর কেউ যেন আসতে ভরসা না পায়।"

এ অনুরোধ রক্ষা করলেন ওটান। "ভীষণ অগ্নিশিখা তোমায় বেষ্টন করে রাখবে, ভীরু নিকটে আসতে সাহস পাবে না।" এই বলে ওটান ব্রুনহিল্ডের দুই চোখে চুম্বন করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তার দেবত্ব চলে গেল আর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ব্রুনহিল্ডের সংজ্ঞাহীন দেহ দু'হাতে তুলে ধ'রে ওটান পাহাড়ের চূড়ার উপর উঠলেন এবং তাকে মাটির উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর ঢাল ও শিরস্ত্রাণ চাপা দিলেন। তারপর তিনি অগ্নিদেবতা লোকিকে ডাকলেন এবং তাঁর আদেশে পাহাড়ের চারিধারে তৎক্ষণাৎ ভীষণ আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। ওটান তাঁর বর্শাখানা আন্দোলিত করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "আমার এই বর্শার তীক্ষ্ণ ফলক যে ভয় করে সে এই অগ্নিশিখার মধ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।" এই বলে ওটান গভীর দুঃখের সঙ্গে ব্রুনহিল্ডকে সেই নির্জন পাহাড়ের উপর রেখে প্রস্থান করলেন।

ড্রাগনের রূপ ধরে তুষার-দানব ফাফনার গভীর বনের মধ্যে রাইন-সোনা পাহারা দেয়। গুহার মুখ ছেড়ে কোথাও সে যায় না, চেহারা বদলাতেও সাহস পায় না সে—সর্বদাই তার ভয়, মুহূর্তের জন্যও যদি সে অন্যত্র যায় কিংবা ঐ ভয়ঙ্কর রূপ পরিবর্তন করে তাহলে হয়তো তাকে জন্মের মত রাইন-সোনা হারাতে হবে।

পাতালপুরীর বামনেরা রাইন-সোনার কথা ভুলতে পারে নি। ঐ অপূর্ব সম্পদ উদ্ধার করবার উপায় মনে মনে তারা চিন্তা করে সর্বক্ষণ। বিশেষ করে মিমির উদ্বেগ যেন সবচেয়ে বেশি। রাইন-সোনা যদি সে হস্তগত করতে পারে তবে সে আর কিছুই চায় না। ফাফনার কোথায় ঐ ধন লুকিয়ে রেখেছে তা সে জানে। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সে ওর গুহার কাছে এসে বাসা বাঁধল এবং গোপনে তার উপর নজর রাখতে লাগল। মনে তার আশা, একদিন হয়তো সে ঐ বাঞ্ছিত ধন লাভ করবে কৌশলী ড্রাগনকে বধ করে অথবা চাতুর্যে তাকে পরাজিত ক'রে।

পাতালে বাস করে বলে বামনেরা কিন্তু আলো রৌদ্র দেখে অত্যন্ত ভয় পায়। সাহস তাদের মোটেই নেই, বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই ভয়ে কাঁপে। মিমিও ছিল অন্যান্য বামনের মতো ভীরু—তবে সাহসের অভাবটা সে পূরণ করেছিল তার অসাধারণ বুদ্ধি আর চাতুর্য দিয়ে!

মিমি যদিও সবসময় ড্রাগনের উপর লক্ষ্য রাখে, তবু ঐ যক্ষের ধন হস্তগত করার কোনো সুযোগই সে পায় না। মিমি ভাবে, যদি সে খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে গুহার কাছে গিয়ে হঠাৎ ড্রাগনটাকে আক্রমণ করে, তবে হয়তো তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। কিন্তু ঐ ভীষণ ড্রাগনের সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা মনে হতেই ভয়ে তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যায়। নিজের যাতে কোন বিপদ না ঘটে এমন কোন কৌশল তাকে উদ্ভাবন করতে হবে। লোভের বশে প্রাণ দিয়ে লাভ কি?

অনেক চিন্তার পর সে স্থির করল, বনের মধ্যে একটা কামারশালা তৈরী ক'রে শুধু তরবারি গড়তে থাকবে। কিছুদিন ঐ কাজ করবার পর নিশ্চয়ই সে একজন পাকা কারিগর হয়ে উঠবে এবং তখন হয়তো সে এমন একখানি তরবারি গড়তে পারবে যার মতো মজবুত আর ধারালো তরবারি আজ পর্যন্ত কেউ গড়তে পারে নি। বনের মধ্যে যদি কোন সাহসী

যোদ্ধার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় তাহলে ঐ তরবারি তার হাতে দিয়ে সে অনুরোধ করবে যেন সে ঐ অস্ত্রের সাহায্যে ড্রাগনটাকে বধ করবার চেষ্টা করে। কামারশালা তৈরী হয়ে গেল। বামন পরম উৎসাহে কাজ আরম্ভ করে দিল, হাতুড়ির ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ নিস্তব্ধ বনভূমির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

একদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মিমি হঠাৎ দেখতে পেল, দুরে গাছের তলায় একটি মেয়ে শুয়ে আছে—কোলে তার একটি ছোট্ট শিশু। ভীরুস্বভাব মিমি প্রথমটা সরে পড়ার মতলব করেছিল, কিন্তু যখন সে দেখল মেয়েটি ভারী দুর্বল, তখন সে সাবধানে এগোতে লাগল।

কাছে আসতেই সে বুঝতে পারল, মেয়েটি মরণাপন্ন—তার চোখে-মুখে তীব্র বেদনার চিহ্ন। স্বার্থপর মিমিরও দয়া হল। সযত্নে তাকে তুলে এনে হাপরের কাছে শুইয়ে দিল। হাপরের উত্তাপে মেয়েটি যেন একটু আরাম বোধ করল। মিমি একটু গরম দুধ এনে ঢেলে দিল তার মুখে। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হয়ে শয্যার উপর উঠে বসল মেয়েটি। তারপর দু'হাতে শিশুপুত্রকে উঁচু করে তুলে মিনতির সুরে মিমিকে বলল, "এই অসহায় শিশুটিকে তুমি দেখো। মস্ত বড় যোদ্ধার বংশে এর জন্ম। এর নাম সীগফ্রিড। শুনেছি, এ একদিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হবে।"

"তুমি যা বলছ তা বিশ্বাস করবো কি করে? এই শিশু যে সত্যিই একদিন বড় বীর হবে তার কোন প্রমাণ আছে কি?" সন্দিগ্ধভাবে বলল মিমি।

"আছে।"—মুমূর্ষু মেয়েটি উত্তর দিল ক্ষীণকণ্ঠে। তারপর পোশাকের ভিতর থেকে সীগমুণ্ডের তরবারির টুকরাগুলি বের করে বামনের সামনে ধরল।

মিমি আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই মেয়েটি হঠাৎ শয্যায় এলিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে উঠল তার সারা মুখে।

এতক্ষণে মিমি মেয়েটিকে চিনতে পারল। সীগলিণ্ড সম্বন্ধে অনেক কথাই সে জানত। তার পুত্র সীগফ্রিড যে একজন বিখ্যাত বীর হবে একথাও সে লোকমুখে শুনেছে বহুবার। মৃতার পানে একবার তাকিয়ে মিমি মাতৃহারা শিশুটির দিকে ফিরল। শিশুটি বেশ বলিষ্ঠ। দেহের গঠন চমৎকার, নীলাভ আয়ত চোখ দুটি সাহসিকতায় উজ্জ্বল। মিমি তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলল যে, সে ঐ শিশুটিকে পালন করবে—সে যখন বড় হবে তখন তার সাহায্যে হয়তো সে রাইন-সোনার মালিক হতে পারে।

মনে মনে সে বলল, "ঐ শিশু যদি সত্যিই একদিন শক্তিশালী বীর হয়ে ওঠে তাহলে সে হয়তো ড্রাগনটাকে বধ করে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে।"

দিনে দিনে ছেলেটি বড় হতে লাগল। মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ ক'রে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। সারাদিন সে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত, ভয় বা দ্বিধা এতটুকু ছিল না, তীর-ধনুক নিয়ে বনের জন্তু শিকারে তার পরম উৎসাহ।

দিন যায়। সীগফ্রিডের শক্তি ও সাহস দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। এতদিন মিমিকে সে তার জন্মদাতা পিতা বলেই জেনে এসেছে, কিন্তু এখন নিজের দীর্ঘ সুঠাম দেহের সঙ্গে মিমির কদর্য চেহারা তুলনা ক'রে মনে-মনে সে ভাবে, মিমির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতে পারেনা তার— মিমি নিশ্চয়ই প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে। মিমির সঙ্গে থাকতে এখন আর মন চায় না, তবু সে চলে যেতে ইতস্ততঃ করে—

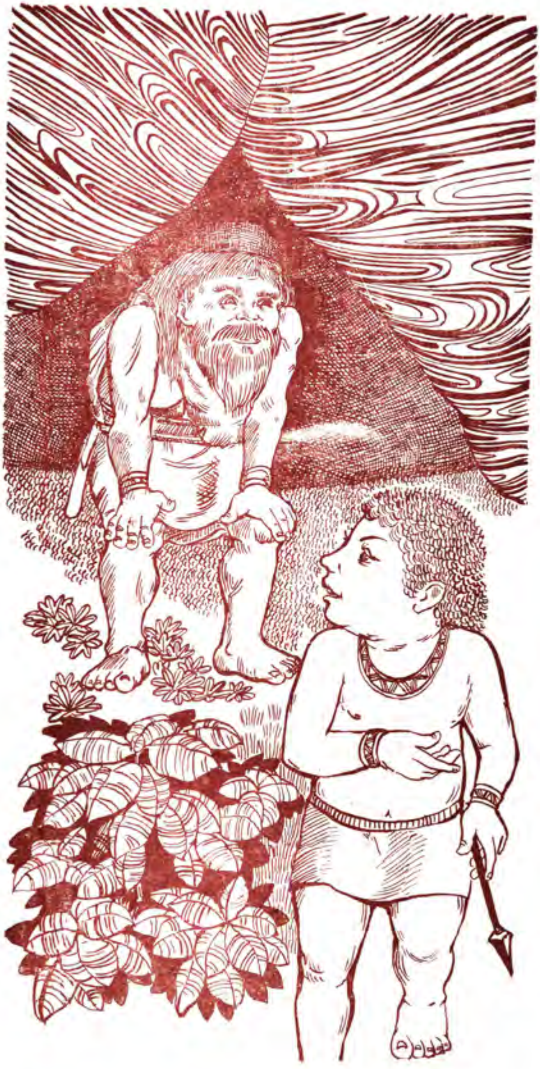

শুধু মিমির একটি প্রতিশ্রুতির জন্য। মিমি বলেছে, এমন একখানি তরবারি সে তৈরী করে দেবে যার সাহায্যে সীগফ্রিড সকল যুদ্ধেই জয়ী হবে।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়, মিমি কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না। বহু তরবারি সে তৈরী করেছে, কিন্তু সীগফ্রিডের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে প্রত্যেকটাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। শেষে সীগফ্রিড একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বামনকে বলল, যদি সে প্রতিশ্রুত তরবারি অবিলম্বে উপস্থিত করতে না পারে, তবে সে তাকে কঠোর শাস্তি দেবে।

ক্রুদ্ধ সীগফ্রিডের মুখের পানে তাকিয়ে মিমি ভয়ে ভয়ে বলল, "সত্যিই কি তুমি আমায় শাস্তি দিতে চাও? আমি তোমার বাপ, আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা তোমার উচিত হবে না।"

"মিথ্যা বলছ তুমি!" রাগে গর্জন করে উঠল সীগফ্রিড—"নদীর স্বচ্ছ জলে কতদিন আমি নিজের চেহারা দেখেছি। তোমার সঙ্গে আমার চেহারার কোনো মিল নেই। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমি লক্ষ্য করেছি, বাপ-মার সঙ্গে সন্তানের চেহারার অনেক মিল থাকে —তুমি যদি আমার বাপ, তবে তোমার সঙ্গে আমার চেহারার মিল নেই কেন? তুমি যে আমার জন্মদাতা, এ আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার বাপ-মাকে তুমি নিশ্চয় জানো —যদি নিজের মঙ্গল চাও তো শীঘ্র সত্য কথা বলে ফেলো।"

সীগফ্রিডের কথায় ভয় পেয়ে মিমি বলতে শুরু করল, "তোমার পিতা কে তা আমি জানি না। তোমার মাকে এই বনে দেখতে পাই মুমূর্ষু অবস্থায়। তোমাকে আমার হাতে দিয়ে তিনি মারা যান। মরবার সময় তিনি আমাকে বলেন, তুমি একজন বিখ্যাত বীর হবে —আর ঐ কথা বলে একখানা ভাঙা তরবারির কতকগুলো টুকরো আমার হাতে তুলে দেন।" কথা শেষ করার আগেই মিমি মায়া-তরবারির টুকরোগুলো বের ক'রে সীগফ্রিডের সামনে ধরল।

ভাঙা তরবারির টুকরোগুলো হাতে নিয়েই সীগফ্রিড বুঝতে পারল, এ তরবারি নিতান্ত সাধারণ নয়। মিমির দিকে ফিরে সে বলল, "এই টুকরোগুলো জোড়া দিলে চমৎকার তরবারি হবে। তুমি আর দেরি না ক'রে কাজ আরম্ভ করে দাও—আমি ততক্ষণ একটু ঘুরে আসি।" এই কথা বলে কুটির থেকে সে বেরিয়ে পড়ল পরম উল্লাসে।

মিমি কিন্তু কিছুতেই টুকরোগুলো জোড়া লাগাতে পারল না। এর আগেও অনেকবার সে ঐ চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো বারই কৃতকার্য হয় নি।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর মিমি যখন একান্ত হতাশ হয়ে পড়েছে, সেই সময় একজন অপরিচিত লোককে কামারশালায় ঢুকতে দেখে সে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল। লোকটির

চেহারা দুর্ধর্ষ বীরের মতো, হাতে একটা প্রকাণ্ড বর্শা। বামন লক্ষ্য করল, লোকটির চোখ মাত্র একটি।

খানিক পরেই সে বুঝতে পারল, আগন্তুক দেবরাজ ওটান ছাড়া আর কেউ নয়। কিছুক্ষণ আলাপের পর ওটান মিমির কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। বললেন, তাঁরা পরস্পরকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন—যে ঐ প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে অসমর্থ হবে, বিজেতার হাতে তার মৃত্যু। মিমি একটু ইতস্ততঃ করে রাজী হল, কিন্তু ওটান যখন তার সব ক'টা প্রশ্নের উত্তর দিলেন সঠিকভাবে, তখন সে কাঁপতে লাগল ভয়ে। ওটানের প্রশ্নের যদি সে ঠিক উত্তর দিতে না পারে তবেই তো সর্বনাশ! ওটান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। তাঁর প্রথম প্রশ্নটি সীগমুণ্ড ও সীগলিণ্ড সম্বন্ধে। মিমি তার উত্তর দিল। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়াও কঠিন হল না। মায়া-তরবারি কোথায় আর কীভাবে আছে জানতে চাইলেন ওটান। মিমি জবাব দিল অনায়াসে। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নটির বেলায় মুশকিলে পড়ল মিমি।

"সীগফ্রিডের তরবারি তৈরী করবে কে?" জিজ্ঞেস করলেন ওটান।

অনেক ভেবেও বামন উত্তর খুঁজে পেল না। ওটান জয়ী হলেন বটে, কিন্তু মিমির মৃত্যু দাবি করলেন না। মিমির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভয় যে কোনদিন জানে না, সে-ই কেবল ঐ তরবারি তৈরী করতে পারবে।" এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন এক অপূর্ব আলোকের মধ্যে। ভয়ে অভিভূত হয়ে সেইদিকে বামন তাকিয়ে রইল।

ওটান প্রস্থান করার কিছুক্ষণ পরেই সীগফ্রিড ফিরে এসে মিমিকে জিজ্ঞেস করল তরবারির টুকরোগুলো সে জোড়া দিতে পেরেছে কিনা। বামন তখন তাকে অপরিচিত অতিথির কথা জানাল এবং বলল যে, তার চেহারা দেখে সে এত ভয় পেয়েছিল যে কাজে মোটেই হাত দিতে পারে নি।

"ভয়!" মিমির কথার পুনরুক্তি করল সীগফ্রিড। "তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না। ভয় আবার কী?"

মিমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, "ভয় কী তুমি জানো না!" সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ল ওটানের কথা—ভয় যে কোনদিন জানে না, সে-ই তৈরী করতে পারবে মায়া-তরবারি—আর কেউ নয়।

"না!" জবাব দিল সীগফ্রিড—"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না—ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলো।"

বামন তখন কল্পনার সাহায্যে ভয়ের ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। গভীর বনের গাঢ় অন্ধকার, আগুনের ভীষণ তাণ্ডব, ভয়ঙ্কর দানব ও জীবজন্তু সে এমনভাবে বর্ণনা করতে লাগল

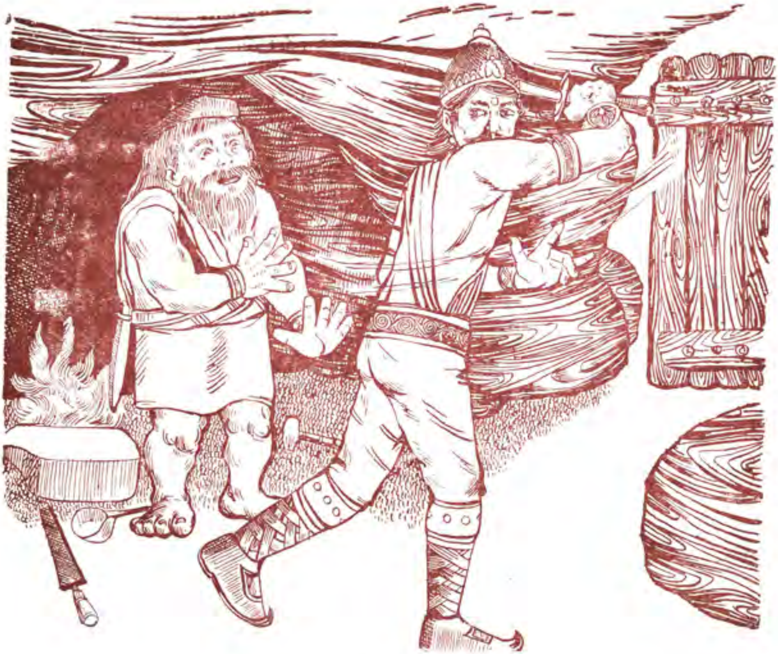

যে শ্রোতার মনে সহজেই আতঙ্ক জাগে। কিন্তু সীগফ্রিড কিছুমাত্র ভয় পেল না। পরম উৎসাহে সে বলল, এই সব দানব ও জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করার যদি সে সুযোগ পায় তাহলে অত্যন্ত খুশি হবে।

এই কথা শুনে মিমি বলল, "বলো কি, ঐ সব ভয়ঙ্কর জানোয়ারের সঙ্গে তুমি লড়াই করতে চাও? এই বনেই এক গুহার মধ্যে এক ভয়ানক ড্রাগন বাস করে—তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে তার সঙ্গে লড়াই করে দেখতে পারো। কিন্তু বলে রাখছি, ঐ ড্রাগনকে কাবু করা সহজ ব্যাপার নয়। তার নাক দিয়ে অনবরত আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে—দেবতারাও কাছে আসতে ভয় পায়।"

"তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে এরকম জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে আনন্দ

আছে।" সীগফ্রিড বলল উৎসাহিতভাবে, "তাড়াতাড়ি তলোয়ারখানা মেরামত করে ফেলো, আমি এখনই ঐ ড্রাগনকে বধ করতে যাবো।"

"আমার দ্বারা ও কাজ হবে না," কাতরকণ্ঠে বলল মিমি—"ও তলোয়ার মেরামত করতে পারবে সে-ই যে ভয় কী তা জানে না।"

এই কথা শুনে সীগফ্রিড এক মুহূর্ত কী ভাবল, তারপর নিজেই তরবারি মেরামত করতে আরম্ভ করল। প্রথমে তরবারির টুকরোগুলো নিয়ে উকো দিয়ে ঘষে চূর্ণ করতে লাগল। মিমি তার কাণ্ড দেখে চীৎকার করে উঠল, "যাঃ! তলোয়ারখানা তুমি নষ্ট করে ফেললে! ঐ গুঁড়োগুলো দিয়ে কোনো কাজই হবে না।"

তার চীৎকারে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সীগফ্রিড তলোয়ারের টুকরোগুলো চূর্ণ করতে লাগল। খানিক পরে চূর্ণগুলো একটি পাত্রের মধ্যে ঢেলে ঐ পাত্রটি হাপরের উপর বসালো। গন্‌গনে আগুনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইস্পাতের চূর্ণ গলে গেল। ঐ গলিত ধাতু সে ঢেলে দিল একটা ছাঁচের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তরল ধাতু কঠিন লৌহদণ্ডে পরিণত হল।

চিম্‌টা দিয়ে দণ্ডটা ধরে পুনরায় সে আগুনে গরম করতে লাগল। সেটা যখন আগুনে লাল হয়ে উঠল, তখন সে হাতুড়ি দিয়ে পিটতে শুরু করল। পিটতে-পিটতে দণ্ডটা তলোয়ারের ফলার মতো পাতলা ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তারপর সে আবার ঐ দণ্ড আগুনের মধ্যে পুরে দিল এবং পুরানো তলোয়ারের হাতলটা এঁটে দিল তার সঙ্গে।

সদ্য তৈরী করা এই তলোয়ারখানা সীগফ্রিড বার বার দেখতে লাগল। কোথাও কোনো খুঁত তার চোখে পড়ল না। আনন্দে অধীর হয়ে সে তলোয়ারখানা মাথার উপর বন্‌ বন্‌ করে ঘোরাতে লাগল। শেষটা সে যখন সজোরে ঐ তরবারি শূর্মীর উপর রাখল, তখন তার প্রচণ্ড আঘাতে লোহার শূর্মী দু টুকরো হয়ে গেল।

দরজার দিকে এগিয়ে, তলোয়ারখানা উঁচু করে তুলে ধরে সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "মায়া-তরবারির মধ্যে আমি নতুন জীবন সঞ্চার করেছি! বিদায় মিমি! ড্রাগনের সন্ধানে আমি চললাম। এখানে আর আমায় দেখতে পাবে না।"

দ্রুতপদে কুটির হতে বেরিয়ে সকীর্ণ বনপথ ধরে সে এগিয়ে চলল। খানিক পরে আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। গাছপালার অন্তরালে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মিমি কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। কিন্তু নিজেকে সামলে নিতে খুব বেশি দেরি হল না তার। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, সীগফ্রিডের সঙ্গ না নিয়ে ভুল করেছে সে। সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এসে, বনের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে চীৎকার করতে লাগল, "দাঁড়াও সীগফ্রিড—একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

মিমির ডাক শুনে সীগফ্রিড পিছন ফিরে তাকালো। দেখে, মিমি ছুটে আসছে। কাজেই আর এগিয়ে না গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পাছে সীগফ্রিড অপেক্ষা না করে এই ভয়ে মিমি চঞ্চল হয়ে পড়েছিল, তাছাড়া ছুটতেও হয়েছে তাকে খুব। হাঁপাতে হাঁপাতে মিমি বলতে থাকে, "একা বেরিয়ে এসে ভুল করেছ তুমি। আমি যদি পথ না দেখিয়ে দিই তাহলে তুমি ঐ ড্রাগনের গুহা খুঁজে পাবে কি করে?"

"ওকথা আমি একবার ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার মনে হল এ কাজে আমায় সাহায্য করতে সাহস হবে না তোমার—ভয়ে তুমি নিশ্চয় পিছিয়ে যাবে।" ঈষৎ হেসে উত্তর দেয় সীগফ্রিড।

"ড্রাগনটার সঙ্গে লড়াই করতে অবশ্য ভয় হবে আমার," স্বীকার করে মিমি, "কিন্তু লড়াই তো আর আমাকে করতে হবে না—লড়াই করবে তুমি। আমি শুধু ওর গুহাটা দেখিয়ে দিয়ে খালাস—তাতে আমার কোন বিপদ আছে বলে মনে করি না।"

ধূর্ত মিমি! ভারী চমৎকার মতলব খাটিয়েছে সে। যুদ্ধে যে পক্ষই জয়ী হোক না কেন, তার নিজের কোন অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। সে একটা বিষাক্ত পানীয় এনেছে সঙ্গে করে। সীগফ্রিড যদি ড্রাগনটাকে বধ করতে পারে তাহলে ঐ পানীয় সীগফ্রিডকে সে দেবে তার শ্রান্তি দূর করবার জন্য। ফাফনার ও সীগফ্রিড দুজনকেই নিজের পথ থেকে সরাতে পারলে মায়াধনের মালিক হবে সে-ই।

কিন্তু ধূর্ত হলেও মিমি একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছে। চতুর আলবেরিকও যে ঐ মায়াধনের লোভে ওৎ পেতে আছে এটা সে একেবারেই ভাবে নি। এমন কি, সীগফ্রিড যখন কামারশালায় তলোয়ার গড়তে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই আলবেরিক ড্রাগনের গুহার বাইরে অপেক্ষা করছে মায়াধন উদ্ধারের ফন্দিতে।

মিমি আর সীগফ্রিড যেদিন ফাফনারের গুহার দিকে যাত্রা করল, ঠিক সেইদিন আলবেরিক হঠাৎ দেখল, কে একজন পিছন থেকে লক্ষ্য করছে তাকে। এ আগন্তুক দেবরাজ ওটান ছাড়া আর কেউ নয়। ওটানকে চিনতে পেরেই সন্দিগ্ধ বামন ভাবল, দেবরাজের মতলব ভালো নয়—আংটিটা কৌশলে নেবার উদ্দেশ্যেই তাঁর আসা। রাগে মুখ-চোখ বিকৃত করে ওটানকে সে জানাল, আংটি সে কিছুতেই তাঁকে নিতে দেবে না।

ওটান তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আংটি নেবার মতলব তাঁর নেই—তিনি এসেছেন মায়াধন সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে—সীগফ্রিড আর মিমি গুহার দিকে আসছে, ড্রাগনকে বধ করে সীগফ্রিডই হবে আংটি আর মায়াধনের মালিক। তারপর ফাফনারকেও ডেকে বললেন, সে যেন খুব সতর্ক থাকে – সীগফ্রিড আসছে তার ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে। কিন্তু ড্রাগন সেকথায় কান দিল না, সে শুধু ওটানকে অনুরোধ করল, তিনি যেন তার বিশ্রামের ব্যাঘাত না করেন। চতুর বামন ফাফনারকে পরামর্শ দিল সীগফ্রিড যখন ঐ আংটি নিতে চায় তখন আংটিটা কাছে না রাখাই ভালো—সোনার তালটা নিজের কাছে রেখে ফাফনার যেন আংটিটা তার হাতে দেয়। ফাফনার অবশ্য এ প্রস্তাবে রাজী হল না এবং ওটান চলে যাবার পরই বামন গুহার কাছে একটা পাহাড়ের উপর উঠে গোপনে সীগফ্রিডের আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

ভোরের অস্ফুট আলো যখন আকাশের গায়ে দেখা দিয়েছে সেই সময় সীগফ্রিড মিমিকে নিয়ে ফাফনারের গুহার কাছে এসে উপস্থিত হল। দূর থেকেই বামন আঙুল বাড়িয়ে গুহার মুখটা দেখিয়ে দিল। মিমিকে বিদায় দিয়ে সীগফ্রিড একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। পথশ্রমে সে বড় ক্লান্ত—একটুখানি বিশ্রাম নিয়েই ড্রাগনটাকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হবে সে।

নরম ঘাসের উপর শুয়ে-শুয়ে সীগফ্রিড শোনে নির্জন বনভূমির কত কী বিচিত্র শব্দ! ভোরের বাতাসে গাছের পাতা নড়ে ঝির-ঝির করে, ডালগুলো দুলে ওঠে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে, কীটপতঙ্গ ডাকে কত কী বিচিত্র ডাক, পাখিরা গান গায় মন-ভুলানো সুরে। আনন্দে সীগফ্রিড উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

নিকটেই পড়ে ছিল একগাছা শর। সীগফ্রিড সেটা কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটি বাঁশি বানাল। তারপর সেই বাঁশিটি ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে ফুঁ দিয়ে বাজাতে শুরু করল। ইচ্ছা হল, বাঁশিতে নকল করে পাখির ঐ মিষ্টি গান। কিন্তু অবাধ্য বাঁশি তার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর বিরক্ত হয়ে বাঁশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ড্রাগনটাকে যুদ্ধে আহ্বান করার জন্য শিঙাটা বের করে প্রচণ্ড একটা ফুঁ দিল তাতে। নিস্তব্ধ বনভূমির মধ্যে শিঙার রব প্রতিধ্বনিত হল চারিধারে। ঘুমন্ত ফাফনার হঠাৎ জেগে

উঠে গুহার বাইরে এসে ক্রুদ্ধভাবে ছোটাছুটি শুরু করল—কোথায় সেই দুর্বৃত্ত যার এমন সাহস যে তার গুহার সামনে এসে তার শান্তির ব্যাঘাত করে ?

ড্রাগনের ছোটাছুটির শব্দ সীগফ্রিডের কানে আসে। ঝোপের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে সে ঐ ভীষণ জানোয়ারটাকে দেখল। প্রকাণ্ড ওর দেহ, অত্যন্ত কদর্য ও কুৎসিত, চামড়াটা মনে হয় দুর্ভেদ্য, চোখ দুটো ক্ষুদ্র ও অতিশয় হিংস্র, মুখে বড় বড় ধারালো দাঁত, আর সেই ভয়ঙ্কর মুখ দিয়ে অনবরত বেরোচ্ছে ধোঁয়া আর আগুন।

ঝোপের মধ্যে ছুটে আসতেই সীগফ্রিডকে দেখতে পেল ড্রাগনটা। দেখতে পেয়ে ভীষণ ক্রোধে তার দিকে এগিয়ে এসে কর্কশকণ্ঠে বলল, "কে তুমি ? আমার গুহার কাছে এসেছ কেন ?"

জানোয়ারটাকে কথা কইতে দেখে সীগফ্রিড আশ্চর্য হল বটে, কিন্তু সে ভয় পেল না। শান্তভাবে জবাব দিল, "বামন মিমির কথায় তোমার কাছে এসেছি। সে বলেছে, তোমার কাছে নাকি 'ভয়' শব্দটার মানে বোঝা যাবে।"

"হ্যাঁ, শব্দটার মানে তোমাকে এখনই শিখিয়ে দিচ্ছি," ড্রাগনটা জবাব দিল ক্রুদ্ধভাবে।

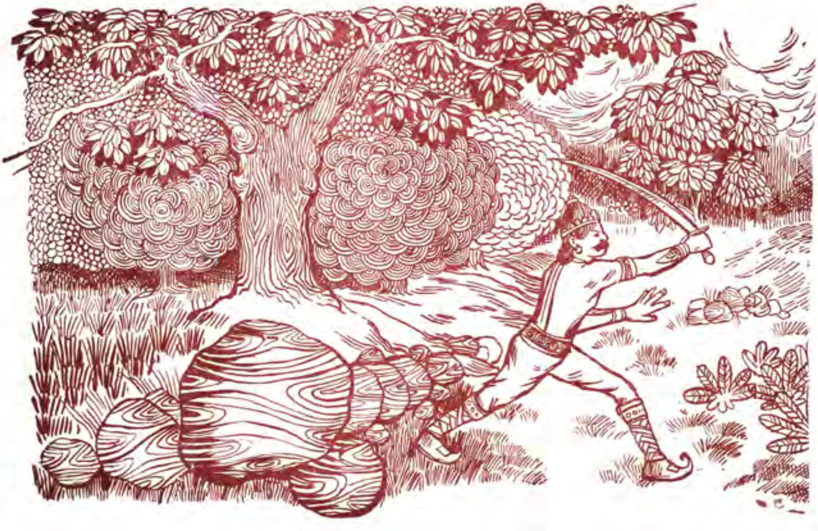

"দেখো," সীগফ্রিড সহাস্যে বলল, 'তুমি, দেরি না করে এখনই ওটা শিখিয়ে দাও। তুমি যদি না পারো তাহলে বলে দিচ্ছি তোমার অদৃষ্টে দারুণ দুঃখ আছে।"

সীগফ্রিডের কথা শুনে ফাফনার অত্যন্ত রেগে গেল এবং তার ভয়ঙ্কর ল্যাজটা ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে এল সীগফ্রিডের দিকে। মুখ দিয়ে সে ভীষণ অগ্নি উদ্‌গীরণ করছে, মনে হল সীগফ্রিড বুঝি এখনই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু সীগফ্রিড দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে ড্রাগনের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল এবং সুযোগ বুঝে বার-দুই তাকে প্রচণ্ড আঘাত করল তলোয়ার দিয়ে। তলোয়ারের আঘাতে ড্রাগন আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং অবশেষে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করল আততায়ীর উপর। সীগফ্রিড প্রস্তুত হয়েই ছিল এবং বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে, তলোয়ারের ফলাটা ফাফনারের বুকে দিল বসিয়ে।

রাগে ও যন্ত্রণায় গর্জন করতে করতে অতিকায় জন্তুটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তলোয়ারের ফলা তখনও তার বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে—রক্তধারা ছুটছে ভীষণ বেগে। সামনেই সীগফ্রিড ছিল দাঁড়িয়ে—সুযোগ পেলেই তলোয়ারটা টেনে তুলবে বলে। মৃত্যুর ঠিক

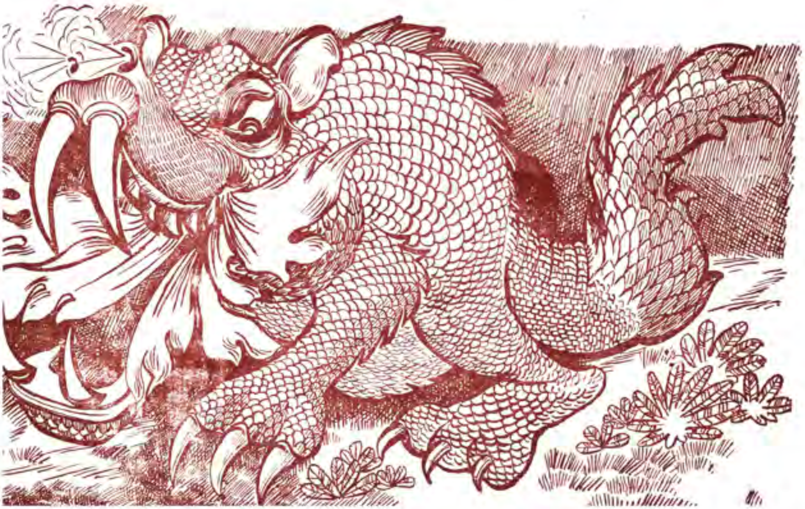

আগে ফাফনার সীগফ্রিডকে তার নাম জিজ্ঞাসা করল। সীগফ্রিড নাম বলতে সে তাকে সাবধান করে দিল রাইন-সোনা সম্বন্ধে। বলল, ঐ সোনার তাল চির-অভিশপ্ত, যার কাছে ওটা থাকবে, অদৃষ্টে তার দারুণ দুর্ভোগ। এই কথা বলতে বলতে থর-থর করে কেঁপে হঠাৎ সে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল।

সীগফ্রিড তখন এগিয়ে এসে ড্রাগনের বুক থেকে তলোয়ারটা টেনে তুলল। কিন্তু টেনে তুলতেই তলোয়ারের ফলা বেয়ে ড্রাগনের কয়েক ফোঁটা রক্ত তার হাতের উপর পড়ল। সীগফ্রিডের মনে হল, তার হাতখানা বুঝি পুড়ে গেল—এমনি গরম ঐ রক্ত। তাড়াতাড়ি হাতখানি মুখের কাছে এনে, যেখানটা জ্বলছিল সেই জায়গাটা চুষতে শুরু করল। চুষতে চুষতে হঠাৎ সে অনুভব করল যেন এক অদ্ভুত শক্তির উন্মেষ হয়েছে তার মধ্যে—শুধু তাই নয়, অবাক হয়ে সে দেখল, পাখির ভাষা এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

নিকটেই একটি পাখি গাছের ডালে বসে গান গাইছিল। তার গানের মর্ম সীগফ্রিড বুঝতে পারল অনায়াসে—ফাফনার কোথায় তার ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছে পাখিই দেয় তার সন্ধান।

মনে-মনে পাখিটিকে ধন্যবাদ দিয়ে সীগফ্রিড প্রবেশ করল গুহার মধ্যে। যেই সে গুহায় প্রবেশ করেছে অমনি আলবেরিক আর মিমি গুহার সামনে এসে উপস্থিত। মায়াধনের উপর কার দাবি বেশি এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধল। দুজনেই যখন রাগে আস্ফালন করছে সেই সময় সীগফ্রিডের পায়ের শব্দ হঠাৎ তাদের কানে এল। তারা বুঝতে পারল, সীগফ্রিড ফিরে আসছে গুহা থেকে। তাড়াতাড়ি তারা ছুটে পালাল গুহার মুখ থেকে—পাছে সীগফ্রিড তাদের দেখতে পায়!

খানিক পরেই সীগফ্রিড গুহার বাইরে এল। হাতে মায়া-আংটি আর মায়া-টুপি—সোনার তাল সে ইচ্ছা করেই ফেলে এসেছে। বাইরে এসে দাঁড়াতেই আবার সেই পাখিটির গান শুনতে পায় সীগফ্রিড। মিমি যে তার অনিষ্ট করবার ফন্দি করেছে একথা পাখি জানিয়ে দিল তাকে।

ঠিক সেই সময়েই মিমি এসে হাজির হল একমুখ হাসি নিয়ে—যেন সীগফ্রিডের সাফল্যে অত্যন্ত প্রীত হয়েছে সে! হাতে একটি পাত্র—শীতল পানীয় তার মধ্যে।

চোখদুটো কুঁচকে মিমি জিজ্ঞেস করে, "কেমন, ভয় কাকে বলে টের পেয়েছ তো এখন?"

"না, পাই নি।" জবাব দেয় সীগফ্রিড।

বিষাক্ত পানীয় হাতে এগিয়ে এসে শ্রান্ত সীগফ্রিডকে মিমি অনুরোধ করল বিশ্রাম নেবার জন্য এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখের সামনে তুলে ধরল বিষের পাত্রটা। কিন্তু ড্রাগনের

রক্তপানের ফলে সীগফ্রিড অসাধারণ শক্তি অর্জন করেছে—পাখির ভাষা তো সে বুঝতে পারেই, তাছাড়া মানুষের মনের কথাও টের পায় অনায়াসে। মিমি যখন তাকে ঐ সরবৎ পান করবার জন্য বার বার অনুরোধ জানাতে লাগল, তখন সীগফ্রিড তার অভিসন্ধি বুঝতে পারল।

বিষের পাত্রটা নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে সে বলল, "এ পানীয় বিষাক্ত—ড্রাগনের রক্ত পান করা অবধি সবারই মনের কথা আমি জানতে পারি।" কথা শেষ করেই তলোয়ারের এক আঘাতে কুচক্রী বামনের দেহ সে দ্বিখণ্ড করে ফেলল। তারপর মৃত ড্রাগনের ও মিমির দেহ গুহার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলল বনের পথে।

পথে যেতে যেতে নিজের কথা ভাবতে লাগল সীগফ্রিড। ভাবতে ভাবতে মন তার কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। ড্রাগনকে সে বধ করেছে সত্য, কিন্তু এ সাফল্যে তার আনন্দ কৈ? সংসারে যে একান্ত নিঃসঙ্গ, গৌরবের প্রয়োজন তার কতটুকু? সীগফ্রিডের মনে হয়, যদি সে মনের মতো একজন সাথী পায়, তবেই তার উদ্যম ও উৎসাহ সার্থক হতে পারে। পাখিটিকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করল, সে তাকে সাথীর সন্ধান দিতে পারে কিনা। উত্তরে পাখিটি বলতে লাগল, “দুরে ঐ পাহাড়ের চূড়ার উত্তরে বীরকুমারী ব্রুনহিল্ড ঘুমিয়ে আছে। তার চারিধারে আগুনের শিখা। যে তাকে উদ্ধার করবার জন্য ঐ আগুনের মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে পারবে, বীরকুমারী হবে তারই।”

পাখির কথা শুনে সীগফ্রিড আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। বীরকুমারীর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পাখিকে সে অনুরোধ জানাল। পাখি রাজী হল। গাছের উপর থেকে উড়ে এসে আগে আগে সে পথ দেখিয়ে চলল। সীগফ্রিড তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল পরম উৎসাহে।

কত পাহাড়-উপত্যকা, কত বন-জঙ্গল, কত নদী-নির্ঝর পেরিয়ে সীগফ্রিড পাখির পিছু পিছু চলল। দীর্ঘ পথ অতিবাহন ক'রে অবশেষে সে উপস্থিত হল এক ক্ষুদ্র উপত্যকায়। তার চারিধারেই উঁচু উঁচু পাহাড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। এতক্ষণ পাখিটিকে সে বরাবরই মাথার উপর উড়তে দেখেছে, কিন্তু এই জায়গায় এসে পাখিটিকে আর সে দেখতে পেল না। পাখিটির সন্ধানে চারিদিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা সরু পথ উপরদিকে উঠে গিয়েছে। এই সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে উপরে ওঠা খুব বিপজ্জনক হলেও সে ঐদিকে এগিয়ে গেল, ভাবল ঐ পথ ধরে বরাবর উঠতে পারলে হয়তো সে গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারবে।

* * * * *

চারিধারে গাঢ় অন্ধকার। ভীষণ ঝড় বইছে। পাহাড়ের গাছগুলো আর্তনাদ করছে ঝড়ের ঝাপটায়। এই দুর্যোগের রাত্রে দেবরাজ ওটান চলেছেন দেবী এর্দার কাছে। মনে তাঁর নানা সংশয় ও উৎকণ্ঠা—ধরিত্রী-মাতা এর্দার সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। বীরকুমারীর পাহাড়ের কাছেই এর্দার বাস। এর্দাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওটান তাঁর দুশ্চিন্তার কথা বললেন, কিন্তু এর্দা যে পরামর্শ দিলেন তাতে তাঁর কোন কাজ হল না। ব্যর্থমনোরথ হয়ে পাহাড় থেকে তিনি নামতে শুরু করলেন।

ঠিক সেই সময় সীগফ্রিড ঐ পথ ধরে উপরে উঠছে। দেবরাজের বিরাট আকৃতি দেখে সে কিছুমাত্র ভীত হল না, বরং সহজভাবেই জিজ্ঞেস করল, তিনি তাকে অগ্নিবেষ্টিত পাহাড়ের পথটা দেখিয়ে দিতে পারেন কিনা।

"ঐ পাহাড়ের কথা তুমি জানলে কি করে?" গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন ওটান।

"একটি পাখি আমায় বলেছে বীরকুমারী ব্রুনহিল্ড ওখানে ঘুমিয়ে আছে। চারিধারে তার আগুনের বেড়া। আমি এসেছি তাকে উদ্ধার করার জন্যে।" জবাব দেয় সীগফ্রিড।

"কিন্তু পাখির ভাষা তুমি বুঝলে কেমন করে?"

দেবরাজের প্রশ্নের উত্তরে সীগফ্রিড একে একে সব কথা বলতে শুরু করল। মায়া-তলোয়ার কেমন করে তৈরী হল, ড্রাগনকে সে বধ করল কি করে, ড্রাগনের রক্তপানের পর কেমন করে সে এক অসাধারণ শক্তি লাভ করল—সব কথাই সে অকপটে বলল।

"বীরকুমারীকে তুমি যে উদ্ধার করতে চলেছ, আগুনের মধ্যে ঢুকবে কি করে? আগুনকে ভয় কর না তুমি?"

"ভয়!" ওটানের মুখের পানে চেয়ে সীগফ্রিড বলে, "ভয় কাকে বলে আমি জানি না, কিন্তু ইচ্ছে করে ভয়ের পরিচয়টা নিতে। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে মিছে আমি সময় নষ্ট করছি, এখানে আর আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। বীরকুমারীকে উদ্ধার আমি করবোই। তুমি যদি পথের সন্ধান না জানো, তবে সরে দাঁড়াও একপাশে—আমায় এগিয়ে যেতে দাও।"

"পথ তুমি পাবে না!" ওটান তাঁর বর্শাটা তুলে ধরলেন সীগফ্রিডের সামনে—"যতক্ষণ এই বর্শা আমার হাতে আছে ততক্ষণ তুমি কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারবে না।"

"পারবো না?" সদর্পে এগিয়ে এল সীগফ্রিড। "আমার এই তলোয়ারের কাছে তোমার বর্শা কিছুই নয়।" কথা শেষ করার আগেই সীগফ্রিড তলোয়ারটা মাথার উপর একবার ঘুরিয়েই ওটানের বর্শা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড আঘাত করল, সঙ্গে-সঙ্গে বর্শাটা খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিটকে পড়ল চারিধারে।

ওটান নত হয়ে বিমর্ষ মুখে ভাঙা বর্শার টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিলেন। তারপর সীগফ্রিডের দিকে চেয়ে বললেন, "এখন তুমি অনায়াসে যেতে পারো—তোমাকে বাধা দেবার শক্তি আর আমার নেই।" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওটান অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

পথ মুক্ত দেখে সীগফ্রিড যেন নতুন উৎসাহে ওই দুর্গম পথে এগিয়ে চলল। খানিকটা পথ এগোবার পরই তার কানে এল আগুনের শোঁ শোঁ শব্দ—বুঝতে পারল, সে এখন গন্তব্য-স্থানের অতি নিকটে এসে পড়েছে। আরো কিছুদূর এগিয়ে এসে সে দেখতে পেল, অদূরে একটা পাহাড়ের চারিধারে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে—আগুনের লক্‌লকে শিখা যেন আকাশ স্পর্শ করছে।

কিন্তু এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সীগফ্রিড কিছুমাত্র বিচলিত হল না। বিপদ যেখানে বেশি, সেখানে তার সাহসও যেন বাড়ে। শিঙাটায় খুব জোরে একটা ফুঁ দিয়ে সে নির্ভয়ে অগ্রসর হল লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে। আগুনের নিকটে আসতেই সে অবাক হয়ে দেখল, হঠাৎ অগ্নিশিখা দু'ফাঁক হয়ে সরে গেল—যাতে সে অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারে।

পাহাড়ের মাঝখানটায় এসে সে দেখল, প্রকাণ্ড একটা ঢালের নীচে কে একজন ঘুমিয়ে আছে যোদ্ধার সাজ প'রে। নীচু হয়ে ঢালটা তুলতেই তার চোখে পড়ল সুন্দর একখানি মুখ।

"ভারী সুন্দরী মেয়ে তো! নিশ্চয় এরই কথা পাখি আমায় বলেছে।" বিস্ময়ে ও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সীগফ্রিড।

তারপর সীগফ্রিড মেয়েটিকে জাগাবার চেষ্টা করল, কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পরও তার ঘুম ভাঙল না। সীগফ্রিড হয়তো মেয়েটিকে মৃত বলেই মনে করত যদি না তার চোখে পড়ত ওর বুকের মৃদু স্পন্দন।

মেয়েটির মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সীগফ্রিড বিষাদের সুরে বলল, "সব

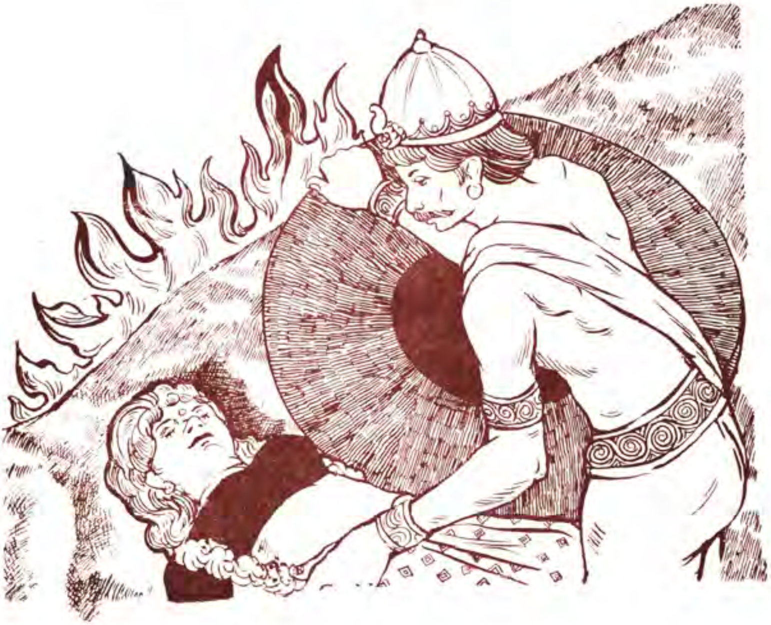

চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হল। এত কষ্ট করে যাকে খুঁজে বের করলাম, কোনমতেই জাগাতে পারলাম না তাকে।"

নীচু হয়ে মেয়েটির মুখখানি একদৃষ্টে দেখতে লাগল সে। দেখতে দেখতে ভয়ে যেন সে অস্থির হয়ে উঠল। এই তার প্রথম ভয়ের অনুভূতি। তার ভয় হল, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হাতের মধ্যে পেয়েও হয়তো তাকে হারাতে হবে। নিজেকে আশ্বস্ত করতে না পেরে, হঠাৎ সে নত হয়ে সুগভীর মমতা ও স্নেহের সঙ্গে স্পর্শ করল মেয়েটিকে। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি তার চোখ দুটি ধীরে ধীরে খুলে চারিদিকে তাকাতে লাগল। আনন্দে সীগফ্রিডের কণ্ঠরোধ হল। সে কিছু বলতে পারল না। তার দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটি অস্ফুটস্বরে বলল, "কে তুমি? তুমিই কি আমায় ঘুম থেকে জাগালে?"

"হ্যাঁ।"—জবাব দিল সীগফ্রিড।

"কী নাম তোমার?"

"সীগফ্রিড।"

"সীগফ্রিড!" মেয়েটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "সীগফ্রিড—সীগলিণ্ডের পুত্র! সীগলিণ্ডকে খুব ভালো লাগত আমার। আজও তার কথা বেশ মনে পড়ে।"

তারপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতেই খানিকটা দূরে সে দেখতে পেল, তার পক্ষিরাজ ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘোড়ার পিঠেই সে তার সহচরীদের সঙ্গে আকাশপথে কত ঘুরে বেড়িয়েছে। ঘোড়াটিকে চিনতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে পূর্বজীবনের সব কথাই তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, দেবরাজের আদেশ অমান্য করার ফলেই সে দেবত্ব হারিয়েছে—এর পর তাকে পৃথিবীতে বাস করতে হবে সাধারণ মানবীর মতো।

সীগফ্রিড চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। দৃষ্টি তার বীরকুমারীর মুখের পানে নিবদ্ধ। খানিক পরে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সে বলল, "ব্রুনহিল্ড, তোমায় আমি বিবাহ করতে চাই। তোমার এতে সম্মতি আছে?"

প্রথমটা ব্রুনহিল্ড কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। ছুটে সে পালাল সীগফ্রিডের কাছ থেকে। বার বার সে মিনতি করতে থাকে, সীগফ্রিড যেন তাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু সীগফ্রিড ইতস্ততঃ করে—চলে যেতে যেন তার কষ্ট হয়। হঠাৎ সে এগিয়ে এসে ব্রুনহিল্ডের হাত দুখানি ধরল। সাথীর অভাবে জীবন যে তার একান্ত নিরানন্দ, একথা জানাল কাতরভাবে। সীগফ্রিডের কাতরতায় ব্রুনহিল্ডের মনে মমতার সঞ্চার হল। সে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। তারপর সীগফ্রিড নত হয়ে ব্রুনহিল্ডের দুই হাত ওষ্ঠে ঠেকিয়ে শপথ করল, চিরদিন সে তাকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দেবে অকুণ্ঠিতভাবে।

আকাশে সূর্য উঠল, কুয়াশা আর অন্ধকার ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসে। একখানা বড় পাথরের উপর সীগফ্রিড ও ব্রুনহিল্ড বসে আছে পাশাপাশি। সীগফ্রিড নিজের অতীত জীবনের কাহিনী বলে চলে, ব্রুনহিল্ড শুনছে তন্ময় হয়ে।

মিমির সঙ্গে বনের মধ্যে বাস, ড্রাগনের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ, গুহার মধ্যে মায়া-আংটি ও মায়া-টুপি লাভ—সব সে সবিস্তারে বর্ণনা করে। তারপর সে বলতে শুরু করে তার পাহাড়ে ওঠার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

"পাহাড়ে যখন উঠছি", সে বলতে থাকে, "সেই সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি আমার পথ রোধ করল তার বর্শা দিয়ে—আমি সেই বর্শা তলোয়ারের আঘাতে যখন খণ্ড খণ্ড করে দিলাম, তখন সে পথ ছেড়ে দিল।"

অপরিচিত লোকটি যে কে, ব্রুনহিল্ড অনায়াসে তা বুঝতে পারল। বুঝল, দেবরাজ ওটানের সঙ্গেই সীগফ্রিডের দেখা হয়েছিল। আর তাঁরই বর্শা সে ভেঙেছে। তবু সেই যোদ্ধা দেবরাজকে পরাজিত করতে পেরেছে, এ যেন সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই সে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, "ঐ লোকটি কে, সে সম্বন্ধে তুমি কিছু অনুমান করতে পারো?"

"না, কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই লোকটি চলে গেল।"—সীগফ্রিড জবাব দিল।

"তোমার ঐ অদ্ভুত প্রতিদ্বন্দ্বী দেবরাজ ওটান ছাড়া আর কেউ নন। তুমি যে বর্শাটি টুকরো টুকরো করেছ তলোয়ারের আঘাতে সেটি দেবরাজের শাসনদণ্ড—ওরই সাহায্যে এতকাল পৃথিবী শাসন করছেন তিনি।" এক মুহূর্ত থেমে ব্রুনহিল্ড আবার বলতে থাকে, "দেবতাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে ; শীঘ্রই তাঁদের বিরাট প্রাসাদ ধূলিসাৎ হবে। রাইন-কন্যাদের অভিশাপেই যে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

তারপর ব্রুনহিল্ড মায়াধন অপহরণের সমস্ত বৃত্তান্ত সীগফ্রিডকে বলল। সীগলিণ্ডের কথাও সে উল্লেখ করল এই প্রসঙ্গে। তাকে সাহায্য করার জন্যই দেবরাজের অভিশাপে পৃথিবীতে সে যে নির্বাসিত হয়েছে, একথাও জানাল তাকে।

সীগফ্রিড যখন তার মায়ের দুঃখময় জীবনের কথা শুনল, তখন তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। কিন্তু ব্রুনহিল্ড যে তার দুঃখিনী মাকে সুখী করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, একথা ভেবে কতকটা আশ্বস্তও হল সে। ব্রুনহিল্ডের দিকে ফিরে গদ্‌গদকণ্ঠে সে বলল,

"ব্রুনহিল্ড, তোমার ঋণ জীবনে আমি শোধ করতে পারবো না—তুমি আমার পরম বন্ধু। তোমার প্রতি আমার যে গভীর প্রীতি তার অক্ষয় চিহ্ন হোক এই আংটি।" এই কথা বলে মায়া-আংটিটা নিজের আঙুল থেকে খুলে সে পরিয়ে দিল ব্রুনহিল্ডের আঙুলে।

সানন্দে সীগফ্রিডের উপহারের পানে চেয়ে ব্রুনহিল্ড মৃদুস্বরে বলল, "এ আংটি হবে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়—আমাদের বন্ধন যেন এর সাহায্যে চিরদিন অটুট থাকে।" তারপর সীগফ্রিডের পানে চেয়ে ধীরকণ্ঠে বলল, "কিন্তু তোমার গৌরবের পথে আমি অন্তরায় হতে চাই না। তুমি বীর। কত জয়মাল্য, কত

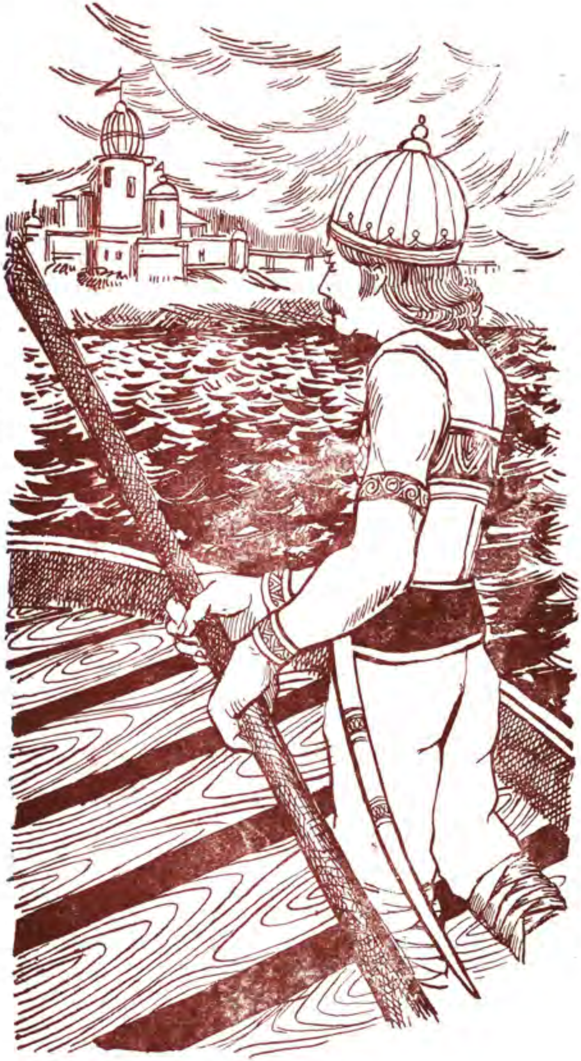

সম্মান তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। তুমি এখনই বেরিয়ে পড়ো জীবনের ব্রত শেষ করবার জন্যে। আমার এই বর্ম তুমি নাও। আর আমার এই ঘোড়ার পিঠে চড়ো—যেখানে তুমি যেতে চাও ও তোমায় সেখানেই নিয়ে যাবে সকল বাধা অতিক্রম করে। তোমাকে দেবার মতো আর আমার কিছুই নেই—আমার শুভেচ্ছা তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এইখানে তোমার প্রতীক্ষায় আমি বসে থাকবো—আগুনের শিখায় বেষ্টিত হয়ে। তুমি ছাড়া আর কেউই এ আগুনের শিখায় প্রবেশ করতে পারবে না।"

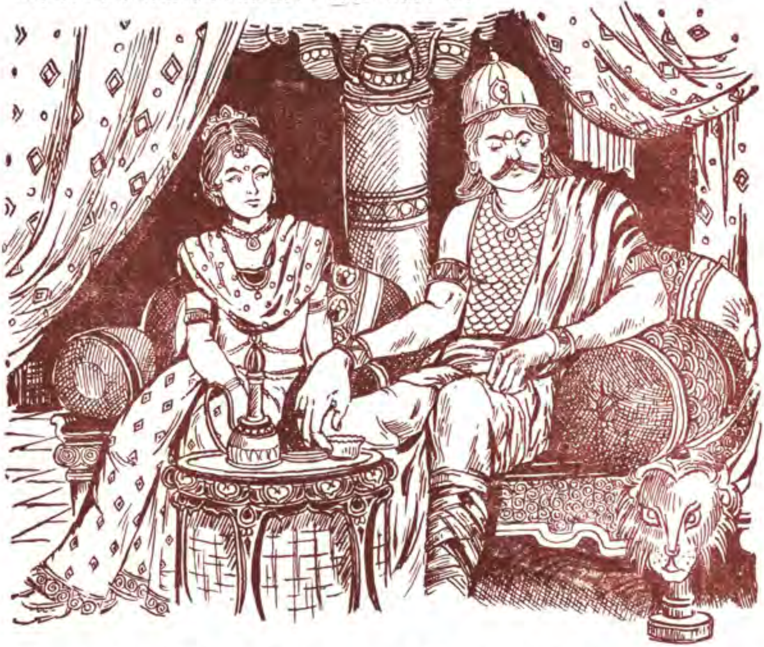

দুঃখিত মনে সীগফ্রিড ব্রুনহিল্ডের দেওয়া বর্মটি পরল। তারপর তলোয়ারটা কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। ব্রুনহিল্ড সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বিদায় জানিয়ে সীগফ্রিড ধীরে ধীরে নীচে উপত্যকার দিকে নামতে লাগল।

পাহাড়ের উপর ব্রুনহিল্ড দাঁড়িয়ে রইল। চোখের জলে দৃষ্টি তার ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, কান পেতে সে শোনে সীগফ্রিডের শিঙার শব্দ। শব্দ ক্রমশঃ অস্ফুট হয়ে আসে—আর শোনা যায় না। ব্রুনহিল্ড তখনও স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—নিঃসঙ্গতার ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে তার সারা অন্তরে।

দিন যায়……

পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল পেরিয়ে সীগফ্রিড এগিয়ে চলে—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একদিন সে উপস্থিত হল রাইন নদীর তীরে ; লক্ষ্য করল, নদীর ওপারে পাহাড়ের উপর এক বিরাট দুর্গ—দুর্গের চারিধার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সীগফ্রিডের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই ওখানে যুদ্ধ করবার সুযোগ মিলবে তার।…নদী পার হয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবার সঙ্কল্প করল সে।

কিছুদূরেই ঘাটে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল। সীগফ্রিড ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল সেই দিকে। তারপর নৌকার কাছি খুলে তার উপর উঠে বসল। ঘোড়াটিও সঙ্কেত পাবামাত্র জলে নেমে এল। দাঁড় টানার সঙ্গে-সঙ্গে নৌকা ওপারের দিকে অগ্রসর হল। ঘোড়াটিও তার পাশে পাশে সাঁতরে চলল।

এই দুর্গের অধিপতি গুন্থের নামে একজন প্রতাপশালী রাজা। তাঁর প্রকাণ্ড রাজ্য – অতুল ঐশ্বর্য। তাঁর একটি সুন্দরী বোন ছিল, নাম গুডরুন। আর ছিল এক বৈমাত্রেয় ভাই, হেগেন তার নাম। হেগেন ছিল অত্যন্ত খল ও ধূর্ত—পাতালপুরীর বামনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার ; দুষ্ট ফন্দি খেলত তার মাথায় সব সময়—অপরের অনিষ্ট করতে পারলেই যেন তার আনন্দ !

সীগফ্রিডের নৌকা যখন দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে, ঠিক সেই সময় হেগেন দুর্গের একটি গোপন কক্ষে গুন্থেরকে দুষ্ট পরামর্শ দিতে ব্যাপৃত। রাজাকে হেগেন বলছিল, তিনি যদি তার পরামর্শ শোনেন তবে অনায়াসে এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, ঐ সঙ্গে তাঁর বোন গুডরুনেরও মনোমত পাত্র জুটে যেতে পারে।

ধূর্ত হেগেন রাইন-সোনা চুরির সমস্ত বৃত্তান্তই জানত। বীরকুমারী ব্রুনহিল্ডের কথা উল্লেখ করে সে বলতে লাগল, "দেবতার অভিশাপে ব্রুনহিল্ড আগুন-ঘেরা পাহাড়ের উপর ঘুমিয়ে আছে। শুনেছি, সীগফ্রিড নামে একজন বীর ঐ পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেছে। আপনি যদি ব্রুনহিল্ডকে বিবাহ করতে চান তাহলে সীগফ্রিডের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারি। সীগফ্রিড যদি ব্রুনহিল্ডকে বিবাহ করতে না পারে, তবে অবশ্যই আপনার সুন্দরী বোনকে বিবাহ করতে তার অমত হবে না।"

হেগেনের কথা শেষ হতেই রাজা বললেন, "ব্রুনহিল্ডকে বিবাহ করবার ইচ্ছা আমার আছে বটে, কিন্তু তুমি যা বলছ তা মোটেই সম্ভব মনে হচ্ছে না। আগুনের শিখা যদি ভেদ করতে না পারা যায় তবে বীরকুমারীকে পাবার আশা কোথায়? সীগফ্রিডও যদি এখানে উপস্থিত থাকতো তাহলেও বিশেষ কিছু সুবিধা হত না। সীগফ্রিড নিজেই মেয়েটিকে বিবাহ করতে চায়—আমার জন্যে কেনই বা সে আগুনের মধ্যে ঢুকবে?"

"সীগফ্রিড যদি এখানে থাকতো," ধূর্ত হেগেন রাজার দিকে চেয়ে বলল, "তবে আমি অনায়াসেই তাকে দিয়ে কাজ হাঁসিল করতাম। আমি একটা ওষুধ তৈরি করে পান করতে দিতাম তাকে—ওই ওষুধ পান করবার পর আমাদের ইচ্ছামতোই তাকে চলতে হত—নিজের ওপর আর কোনো ক্ষমতাই থাকত না তার।"

রাজা যখন মনে-মনে এইসব কথা ভাবছেন, সেই সময় হঠাৎ দূরে সীগফ্রিডের শিঙা বেজে উঠল। এ যে যুদ্ধের জন্য আহ্বান, তাও তিনি বুঝতে পারলেন। হেগেনের দিকে ফিরে তিনি ক্রুদ্ধভাবে বললেন, "দেখো তো শিঙা বাজায় কে? কার এমন সাহস যে আমার রাজ্যের মধ্যে ঢুকে যুদ্ধে আহ্বান করে আমায়?"

হেগেন ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে দুর্গের প্রাচীরের কাছে এল। তারপর ডান হাত দিয়ে চোখটা ঈষৎ ঢেকে দূরে নদীর দিকে তাকাল। দেখল, নদীর মাঝখানে নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে একজন বলিষ্ঠ যুবক—উজ্জ্বল বর্মে দেহ তার আবৃত, আর নৌকোর পাশেই জলের মধ্যে ভাসছে অতি সুন্দর একটি বলবান ঘোড়া।

তাড়াতাড়ি ফিরে এসে রাজাকে আগন্তুকের খবর দিয়ে, দ্রুতপদে সে তীরের দিকে রওনা হল।

নদীতীরে পৌঁছে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না তাকে। দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দের সঙ্গে নৌকা এসে ভিড়ল তীরে।

সীগফ্রিড তীরে নেমে ঘোড়াটিকে সঙ্গে করে হেগেনের কাছে এল।

হেগেনকে সে জিজ্ঞেস করল, "এ রাজ্যের রাজা কে?" হেগেন নাম বলল। সীগফ্রিড তখন তাকে জানাল, সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আগন্তুকের চেহারা দেখে ধূর্ত হেগেন অনায়াসেই বুঝতে পারল যে, সে সীগফ্রিড ছাড়া আর কেউ নয়। তাড়াতাড়ি সে দুর্গের দিকে ফিরল রাজাকে সতর্ক করে দেবার জন্যে। ততক্ষণে দু'চারজন রাজকর্মচারীও সেখানে এসে হাজির হয়েছে—সীগফ্রিড তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে দুর্গের দিকে এগোলো।

রাজার কাছে এসে হেগেন সমস্ত খবর জানাল। সে বলল, "আগন্তুক নিশ্চয় সীগফ্রিড—যার কথা একটু আগেই আপনাকে বলছিলাম। এক ভীষণ ড্রাগনকে বধ করে মায়াধন সে

হস্তগত করেছে। অসীম তার শক্তি ও সাহস। কিছুতেই সে ভয় পায় না। তাছাড়া ড্রাগনটাকে বধ করবার সময় তার খানিকটা রক্ত ছিটকে এসে গায়ে পড়ায় এখন সে হয়েছে অজেয়—কোনো অস্ত্রের সাহায্যেই তাকে আর পরাস্ত করা যাবে না। সীগফ্রিডের মতো বীর আজ পর্যন্ত জন্মায় নি এবং সে ছাড়া আর কেউই আগুনের শিখা ভেদ করে বীরকুমারী ব্রুনহিল্ডের কাছে পেঁছিতে পারবে না। এমন একজন সাহসী বীরের সঙ্গে আপনার বোনের যদি বিবাহ হয়, তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে? আমাদের কর্তব্য সীগফ্রিডকে সসম্মানে অভিনন্দিত করা। তাকে অসন্তুষ্ট করলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।"

হেগেনের পরামর্শমতো সীগফ্রিডকে অভ্যর্থনা করবার জন্য রাজা বাইরে এলেন। দেখেন, সীগফ্রিড দুর্গের দিকেই আসছে। তিনি ব্যস্তভাবে এগিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার নাম সীগফ্রিড," গর্বিতভাবে সে উত্তর দিল, "আর আমি এখানে এসেছি যুদ্ধ করতে। যদি কেউ আমাকে বাধা দিতে চায়, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।"

"আমি আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছি—যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নয়। আপনার শক্তি ও সাহসের কথা আমার অজানা নেই—আপনি যদি আমার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেন, আমি বিশেষ আনন্দিত হব।" গুন্থের বিনীতভাবে বললেন।

সীগফ্রিড সানন্দে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল এবং পক্ষিরাজ ঘোড়াটিকে হেগেনের হাতে দিয়ে গুন্থেরের সঙ্গে দুর্গের মধ্যে ঢুকল।

ঘোড়াটিকে আস্তাবলে রেখে এসেই হেগেন বিষাক্ত ওষুধ তৈরি করতে মন দিল। কাজ যত শীঘ্র হাঁসিল করা যায় ততই ভালো।

এদিকে খানিকক্ষণ আলাপের পরই রাজার সঙ্গে সীগফ্রিডের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সীগফ্রিড উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, "আপনার দয়া ও সৌজন্য আমি কখনও ভুলব না। আমার এই তলোয়ার চিরদিন অসঙ্কোচে আপনার আদেশ পালন করবে।" তারপর এক মুহূর্ত থেমে বলল, "এই তলোয়ার আমার একমাত্র সম্বল—আপনাকে উপহার দেবার মতো আর কিছুই আমার নেই!"

"শুনেছি ড্রাগনকে বধ করে মায়াধন তুমি অধিকার করেছ। ইচ্ছা করলে অনায়াসে তা তুমি উপহার দিতে পারো।" ঈষৎ হেসে রাজা বললেন।

"মায়াধন সব আমি নিই নি," সীগফ্রিড জবাব দেয়, "আমি নিয়েছি শুধু টুপি আর আংটি। টুপিটা আমার কোমরবন্ধে বাঁধা, আর আংটিটা দিয়েছি একটি মেয়েকে।"

"কিন্তু তোমার ঐ টুপি খুব মূল্যবান", হেগেন একটু ইতস্ততঃ করে বলে, "তুমি কি

জানো না, ঐ টুপি মাথায় দিয়ে তুমি অদৃশ্য হতে পারো এবং চেহারা বদলাতে পারো যেমন খুশি।"

এই কথা শুনে সীগফ্রিডের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কিন্তু উত্তর দেবার আগেই পাশের দরজা খুলে রাজার বোন গুডরুন ঘরে এসে ঢুকল। হাতে তার একটি বড় থালা—তার উপর একটি কাচের পাত্র। পাত্রের মধ্যে হেগেনের তৈরী বিষাক্ত ওষুধ—এ ওষুধ পান করার পর সীগফ্রিড অতীত জীবনের সব কথা যাবে ভুলে এবং যে মেয়েটি প্রথম তার চোখে পড়বে তাকেই বিবাহ করার জন্য উৎসুক হবে। সীগফ্রিডের পাশে এসে গুডরুন তাকে অনুরোধ করল ঐ পানীয় গ্রহণ করার জন্য। বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে সীগফ্রিড পাত্রটি নিয়ে নিঃশেষে পান করল !

পান করবামাত্র বিষের ক্রিয়া শুরু হল। অতীতের সমস্ত স্মৃতি নিমেষে মুছে গেল তার মন থেকে। খানিক পরে সীগফ্রিড যখন মুখ তুলে চাইল, তখন তার চোখ পড়ল গুডরুনের উপর। গুডরুনকে ভারী ভালো লাগল তার। মনে হল, এমন সুরূপা মেয়ে সে দেখে নি কোনোদিন। সে-ই যে তাকে ঐ পানীয় দিয়েছিল তা সে একেবারেই স্মরণ করতে পারল না। রাজার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, "এ মেয়েটি আপনার কে ?"

"আমার বোন গুডরুন," জবাব দিলেন রাজা।

"আপনার বোন ? আমি ভেবেছিলাম বুঝি আপনার স্ত্রী।"

"আমি অবিবাহিত। জগতে মাত্র একটি মেয়ে আছে যাকে আমি পত্নীত্বে বরণ করতে পারি, কিন্তু তাকে পাবার আমার কোনোই সম্ভাবনা নেই।"

"আপনি একজন শক্তিশালী রাজা—আপনি তাকে পাবেন না কেন ?" জিজ্ঞেস করল সীগফ্রিড।

"যাকে আমি বিবাহ করতে চাই তার চারধারে আগুনের শিখা," রাজা বলতে থাকেন, "আর সেই শিখা ভেদ করতে পারে এমন একজন বীর যার মনে এতটুকু ভয় নেই।"

"সেই মেয়েটির নাম কী ?" সীগফ্রিড জিজ্ঞেস করে।

"নাম ? নাম তার ব্রুনহিল্ড", রাজা জবাব দেন, "তাকেই আমি বিবাহ করতে চাই, কিন্তু কোনোদিনই হয়তো আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।"

ব্রুনহিল্ডের নাম শুনে সীগফ্রিড যখন বিচলিত হল না, তখন সকলেই বুঝতে পারল, পূর্বজীবনের সব কথাই সে বিস্মৃত হয়েছে।

রাজার দিকে ফিরে সীগফ্রিড বলল, "আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি যদি আগুনের শিখা ভেদ করে ব্রুনহিল্ডকে এনে দিই, আপনি কি আমার সঙ্গে গুডরুনের বিবাহ দিতে রাজী আছেন ?"

"নিশ্চয়। কিন্তু তুমি যখন ব্রুনহিল্ডকে আনতে যাবে তখন তোমাকে আমার মূর্তি ধারণ করতে হবে। এ কাজ তোমার পক্ষে খুবই সহজ—কারণ মায়া-টুপির সাহায্যে ইচ্ছা-মতো তুমি চেহারা বদলাতে পারো। কেমন, রাজী তো?"

"এ আর বেশি কথা কি?" উৎফুল্লকণ্ঠে সীগফ্রিড বলে, "রাজকুমারী গুডরুনকে বিবাহ করবার জন্য সব কিছু করতেই আমি রাজী।"

তারপর গুন্থের ও সীগফ্রিড পরস্পর হাত ধরে বন্ধুত্বের শপথ নিল। রাজার আদেশে যাত্রার আয়োজন শুরু হল।

সীগফ্রিড চলে যাবার পর ব্রুনহিল্ড অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে। দিন যেন তার আর কাটতে চায় না। সবসময় সীগফ্রিডের কথাই ভাবে—কবে সে ফিরবে কে জানে!

একদিন সে পাহাড়ের ধারে চুপ করে বসে সীগফ্রিডের কথা ভাবছে, এমন সময়ে হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। চেয়ে দেখে দূরে মেঘের ভিতর দিয়ে কে একজন উড়ে আসছে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে। কাছে আসতেই তাকে সে চিনতে পারল। এ তারই সঙ্গিনী বীরকুমারী ভাল্‌ট্রটা। ভাল্‌ট্রটা পাহাড়ের উপর নেমেই ব্রুনহিল্ডকে সানন্দে আলিঙ্গন করল। অনেকদিন পরে দেখা—দু'জনের আনন্দ আর ধরে না।

'খানিকক্ষণ আলাপের পর ব্রুনহিল্ড সঙ্গিনীকে বলল, "বল তো বোন, হঠাৎ তুমি আজ এখানে এসেছ কেন? তুমি কি জান না, ওটান জানতে পারলে দারুণ শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।"

কথাটা শুনে ভাল্‌ট্রটা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর গভীর আবেগে বলতে লাগল, "ওটান আর আজকাল আগেকার মতো নেই—কোনো কিছুতেই তিনি দৃকপাত করেন না। সবসময় প্রাসাদে তিনি বসে থাকেন একা—কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না। কিছুকাল আগে তিনি একবার পৃথিবীতে আসেন—সেই সময় এক বীরের তলোয়ারের আঘাতে তাঁর বর্শাটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বর্শা ভেঙে যাবার পর থেকেই তাঁর এই পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আজ ওটান আমায় ডেকে বললেন, মায়া-আংটি রাইন-কুমারীদের ফেরত দিতে না পারলে দেবতাদের বিপদ অনিবার্য। তোমার কাছে ঐ আংটি আছে জেনে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। তুমি যে দেবতাদের এই সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে রাজী হবে, এ আশা আমরা অনায়াসেই করতে পারি।"

ব্রুনহিল্ড ধীরভাবে সমস্ত কিছু শুনল, কিন্তু আংটি ছাড়তে রাজী হল না। "আংটি আমি দিতে পারবো না," দৃঢ়স্বরে সে বলল, "এ আংটি সীগফ্রিডের দেওয়া উপহার—আমাদের পরস্পরের ভালবাসার পবিত্র চিহ্ন। আমি বরং প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবু আংটি কোনোমতেই হাতছাড়া করবো না।"

"তুমি যদি রাইন-কুমারীদের আংটি ফেরত না দাও," ভাল্‌ট্রটা বিষাদের সুরে বলে, "তবে দেবতাদের প্রাসাদ নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে।"

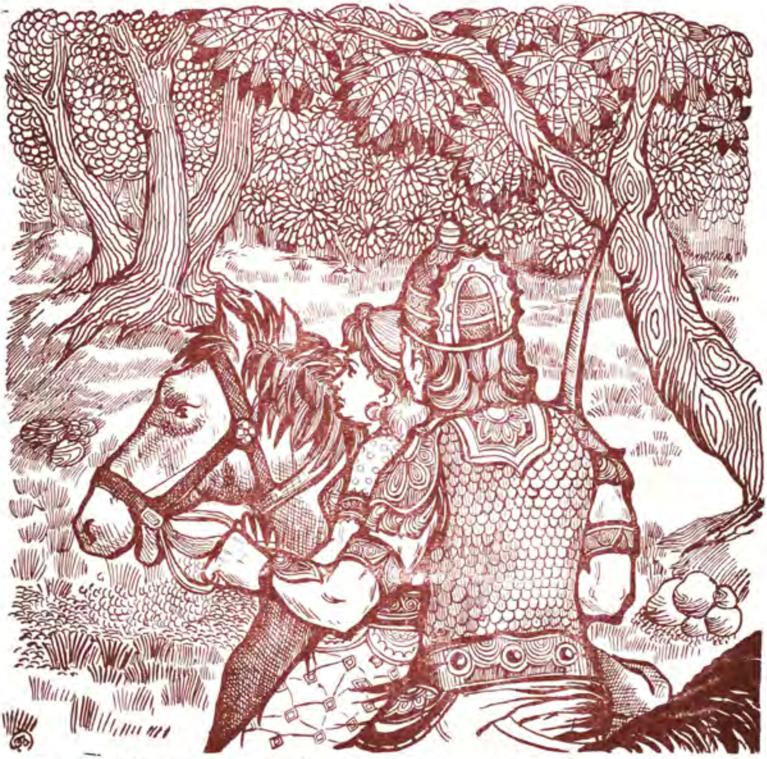

“প্রাসাদ যদি ধ্বংস হয়,” ব্রুনহিল্ড উত্তর দেয়, “তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সীগফ্রিড আমায় ভালবাসে—তার ভালবাসার দান কোনোমতেই আমি হস্তান্তর করবো না। দেবতা বা মানুষ কারো সাধ্য নেই এ আংটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়—প্রয়োজন হয় এ কথা তুমি ওটানকে জানাতে পারো।”

“তুমি যখন আংটি দিতে অনিচ্ছুক তখন দেবতাদের মুক্তির আর কোনো আশা নেই।” কাতরভাবে এই কথা বলে ভাল্‌ট্রটা পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। ঘোড়া আকাশপথে ছুটতে শুরু করল এবং খানিক পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল মেঘের অন্তরালে।

ভাল্‌ট্রটা বিদায় নেবার পর ব্রুনহিল্ডের মন আবার সীগফ্রিডের চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়ে। হঠাৎ দূরে কার শিঙা বেজে উঠল—ব্রুনহিল্ড চমকে ওঠে। নিশ্চয়ই সীগফ্রিড ফিরে আসছে—এ তারই শিঙার শব্দ! অধীর আনন্দে ব্রুনহিল্ড উঠে দাঁড়াল। তার চারিধারে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে - হঠাৎ আগুনের শিখা দু' ফাঁক হয়ে গেল। অধীর আগ্রহে ব্রুনহিল্ড ছুটে গেল সীগফ্রিডকে অভিনন্দন জানাবার জন্য।

অগ্নিশিখা ভেদ করে এগিয়ে এল একজন অপরিচিত যোদ্ধা। ব্রুনহিল্ড ভয়ে পিছিয়ে গেল। মুখ দিয়ে তার কথা সরল না।

ছদ্মবেশী সীগফ্রিডকে ব্রুনহিল্ড চিনতে পারল না—চিনতে পারা সম্ভবও নয়। মায়া-মুকুট পরে গুন্থেরের মূর্তিতে সে উপস্থিত—কণ্ঠস্বরও গুন্থেরের মতো।

রুষ্টকণ্ঠে বীরকুমারী জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি? কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?"

"আমি রাজা গুন্থের," আগন্তুক উত্তর দিল, "এখানে আমি এসেছি তোমাকে আমার প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্যে। তোমায় আমি বিবাহ করতে চাই।"

"সীগফ্রিডের কাছে বাগদত্তা আমি, অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারি না।"

"সীগফ্রিড!" ছদ্মবেশী যোদ্ধা বিস্ময়ের সুরে বলল, "এ তুমি কী বলছ? সীগফ্রিড যে আমার বোনকে বিবাহ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে!....দেরি করো না, চলে এসো।"

"না, আমি যাবো না।" ব্রুনহিল্ড অবিচলিতস্বরে জবাব দেয়।

"যাবে না?" ছদ্মবেশী এগিয়ে আসে।

আংটিটা তার মুখের সামনে তুলে ধরে বীরকুমারী চীৎকার করে ওঠে, "এই পবিত্র আংটির নামে আমি তোমায় আদেশ করছি, এখনই বিদায় হও এখান থেকে। যদি আমার আদেশ না মানো তাহলে তোমার দারুণ অমঙ্গল ঘটবে।"

ব্রুনহিল্ডের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে ছদ্মবেশী ভয় পেল না। এক লাফে এগিয়ে এসে ব্রুনহিল্ডের হাত থেকে আংটিটা কেড়ে নিল সে জোর করে। তারপর ব্রুনহিল্ডের দিকে ফিরে বলল, "এখন এই মায়া-আংটিরই নামে আমি তোমায় আদেশ করছি, এই মুহূর্তে চলে এসো আমার সঙ্গে।"

ছদ্মবেশী সীগফ্রিড সবিস্ময়ে দেখল, বীরকুমারী আর কোনো আপত্তি না করে নিঃশব্দে তার অনুসরণ করতে উদ্যত হল। আংটি হারাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রুনহিল্ডের সমস্ত শক্তি চলে গিয়েছে। ছদ্মবেশী যোদ্ধার আদেশ অমান্য করতে আর সে সাহস করে কি করে?

এত সহজে যে কার্যসিদ্ধি হবে সীগফ্রিড তা আশা করে নি। মনের আনন্দে বীরকুমারীকে সঙ্গে করে পাহাড় থেকে সে নামতে লাগল। কাছেই এক জায়গায় গুন্থের অপেক্ষা করছিলেন—মুহূর্ত মধ্যে সীগফ্রিড মায়া-মুকুটের সাহায্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আর বীরকুমারীর সামনে এসে উপস্থিত হলেন গুন্থের নিজে। নিকটে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল, রাজার আদেশে ব্রুনহিল্ড সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ল। তারপর দু'জনে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন দুর্গের দিকে।

গুন্থের ও সীগফ্রিড বীরকুমারীর পাহাড়ের দিকে রওনা হবার পর দুষ্টবুদ্ধি হেগেন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। বামন আলবেরিককে ডেকে পাঠিয়ে সে তার সঙ্গে ফন্দি আঁটছিল মায়াধন ফাঁকি দিয়ে নেবার চেষ্টায়।

সকাল হতেই আলবেরিক দুর্গ ছেড়ে চলে গেল, আর সে চলে যাবার খানিক পরেই সীগফ্রিড এসে পৌছল দুর্গের দ্বারে। হেগেনকে ঘুম থেকে তুলে সে বলল, 'মায়া-টুপির সাহায্যে আগেই সে চলে এসেছে, রাজা ও রানী আসছেন পিছনে। ঠিক সেই সময় রাজকুমারী গুডরুন এসে হল্‌ঘরে ঢুকল। সীগফ্রিড উৎফুল্লচিত্তে তাকে জানাল যে, সে বীরকুমারীকে জয় করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে—গুডরুনকে বিবাহ করার পথে আর কোনো বাধা নেই। তারপর কেমন করে সে রাজার মূর্তি ধারণ করে ব্রুনহিল্ডকে বশীভূত করল সেই কাহিনী সবিস্তারে বলতে শুরু করল।

গল্প যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় দুর্গের প্রহরীদের শিঙা বেজে উঠল। সবাই বুঝতে পারল রাজা দুর্গে ফিরছেন নতুন রানীকে সঙ্গে করে। গুডরুন হেগেনকে আদেশ করল যেন সে অবিলম্বে সভাসদদের খবর দেয় যাতে তারা সবাই মিলে রাজা ও তাদের নতুন রানীকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করতে পারে। রাজা ব্রুনহিল্ডকে সঙ্গে করে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতেই সকলে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। সীগফ্রিড, হেগেন ও রাজকুমারী এগিয়ে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করল।

সীগফ্রিডকে দেখে ব্রুনহিল্ড ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল—অস্ফুটস্বরে সে শুধু তার নামটা বার দুই উচ্চারণ করল—"সীগফ্রিড!—সীগফ্রিড!"

কিন্তু সীগফ্রিড তাকে চিনতে পারল না দেখে ভয়ে তার কণ্ঠরোধ হল। তার সারা দেহ ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে লাগল, চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এল, জ্ঞান হারিয়ে হঠাৎ সে সীগফ্রিডের বুকের উপর ঢলে পড়ল।

সীগফ্রিড তাকে আস্তে-আস্তে ধরে এনে শয্যার উপর শুইয়ে দিল এবং রাজাকে লক্ষ্য করে বলল, "শীগ্‌গির এদিকে আসুন, রানী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

রাজা কাছে এলেন। সীগ্‌ফ্রিড তখন রাজাকে দেখিয়ে ব্রুনহিল্ডকে বলতে লাগল, "দেখুন, আপনি অসুস্থ শুনে রাজা এসেছেন আপনাকে দেখতে। এখন একটু ভালো বোধ করছেন কি?"

সীগফ্রিড আঙুল বাড়িয়ে যখন রাজাকে দেখাচ্ছিল সেই সময় হঠাৎ তার আংটিটা ব্রুনহিল্ডের চোখে পড়ে। তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠে বসে উদ্‌ভ্রান্তভাবে সে চেঁচিয়ে উঠল—"এ যে সীগফ্রিডের আংটি !....এ আংটি তুমি পেলে কোথায় ?"

সীগফ্রিড অবশ্য তার কথার মানে কিছু বুঝতে পারল না। সে ভাবল, দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে ব্রুনহিল্ড অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই হয়তো তার মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই। রাগে দুঃখে ব্রুনহিল্ড রাজার কাছে এর কৈফিয়ৎ চাইল। কিন্তু রাজা কোনো উত্তর দিলেন না দেখে পুনরায় সে সীগফ্রিডের দিকে ফিরে ক্রুদ্ধভাবে বলতে লাগল, "নিশ্চয়ই এ আংটি তুমি চুরি করেছ—কিন্তু জেনো চুরি করে তুমি আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না।"

সীগফ্রিড অর্থহীন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে আপনমনে বলতে লাগল, "আংটি !...এ আংটি কোথায় যেন আমি পেয়েছি ·· হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক ড্রাগনকে মেরে আমি এটা পেয়েছিলাম তার গুহা থেকে।"

বিভ্রান্ত সীগফ্রিডের মনে পূর্বজীবনের অনেক স্মৃতি অস্পষ্টভাবে জেগে উঠল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ধূর্ত হেগেন উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল, "চলুন, আমরা সব আহারে বসিগে। আহারের পর ওসব আলোচনা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।"

রাজাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রক্ষীদের আদেশ দিলেন বংশীধ্বনি করবার জন্য। বংশীধ্বনি হতেই সবাই রাজার নিকটবর্তী হল। রাজা অতিথিদের সঙ্গে করে ভোজনকক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।

ক্রুনহিল্ড যখন রাজার সঙ্গে ভোজনকক্ষের দিকে চলেছে সেই সময় সে একবার সীগফ্রিডের দিকে তাকাল। অত্যন্ত কাতর সে দৃষ্টি, কিন্তু সীগফ্রিড অন্যদিকে চোখ ফেরালো। ক্রুনহিল্ডের সঙ্গে কোনোদিন যে তার পরিচয় ছিল তা তার ব্যবহারে মোটেই মনে হল না। ক্রুনহিল্ড অত্যন্ত ব্যথিত হল। সীগফ্রিড কেন তাকে অবহেলা করছে তা সে কোনোমতেই বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পরেই সে দেখল সীগফ্রিড রাজকুমারী গুডরুনের সঙ্গে আলাপ করতে ব্যস্ত—রাজকুমারীকে খুশি করবার জন্য তার আগ্রহের সীমা নেই। ক্রুনহিল্ডের মন ঘৃণা ও বিরক্তিতে ভরে গেল। এত অকৃতজ্ঞ সীগফ্রিড! দীর্ঘদিন সে তার প্রতীক্ষায় নির্জন পাহাড়ের উপর কাটিয়ে দিয়েছে আর সীগফ্রিড কিনা এরই মধ্যে তাকে ভুলে গিয়ে আর একজনকে বিবাহ করতে উৎসুক! ক্রুনহিল্ড মনে মনে সঙ্কল্প করল এ অপমানের প্রতিশোধ সে নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু যদিও তার মন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছিল, তবু নিজেকে সে অত্যন্ত সংযত করে রাখল, পাছে কেউ তার মনের ভাব টের পায়। কূটবুদ্ধি হেগেন এতক্ষণ ক্রুনহিল্ডকে গোপনে লক্ষ্য করছিল। ক্রুনহিল্ড যে দারুণ যাতনায় কাতর হয়ে পড়েছে তা সে সহজেই অনুমান করতে পারল। ভারী আনন্দ হল তার—মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করল সে। এত সুন্দর ও সহজভাবে যে তার কৌশল সাফল্যমণ্ডিত হবে তা সে ভাবতেই পারে নি।

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর আমোদপ্রমোদ শুরু হল। অতিথিদের মধ্যে অনেকেই গান-বাজনায় মশগুল হয়ে উঠলেন। হেগেন আস্তে আস্তে ক্রুনহিল্ডের কাছে এগিয়ে এসে কথাবার্তা শুরু করল। সুযোগ বুঝে একসময় সে সীগফ্রিডের কথা পাড়লো। সীগফ্রিডের নাম করতেই ক্রুনহিল্ডের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল।

“ওর নাম যেন কেউ আর আমার কাছে না করে—ওর মতো কপট জগতে আর দ্বিতীয় নেই।” ক্রুনহিল্ড ক্রুদ্ধস্বরে বলল।

“কপট?” কৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে হেগেন বলল, “না, কপট বলে তো মনে হয় না। তোমার এ অভিযোগের কারণ কী বুঝতে পারছি না। সীগফ্রিড যদি সত্যই কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে, তবে রাজকুমারী গুডরুনের সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব।”

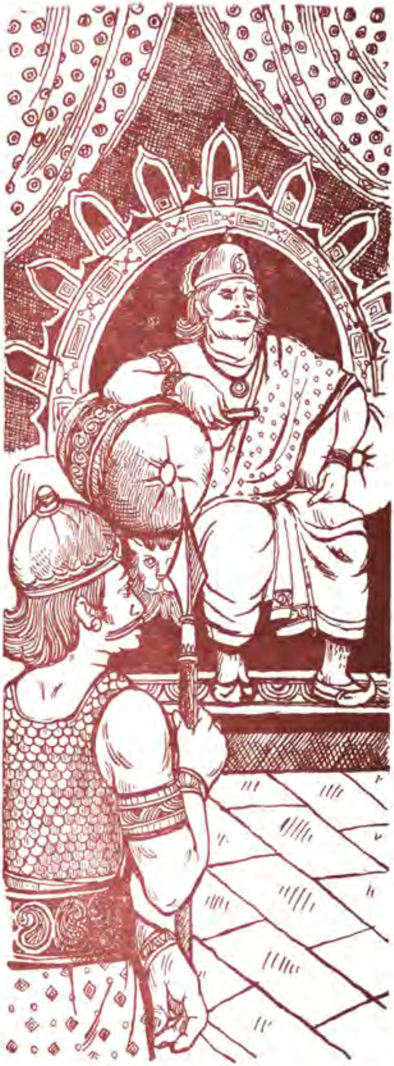

"সীগফ্রিড হীন প্রতারক।" ক্রনহিল্ড চীৎকার করে বলতে লাগল, "আমাকে বিবাহ করবে বলে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অথচ আমাকে এখন চিনতে পারছে না। শুধু তাই নয়, ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ যে আংটি সে আমায় দিয়েছিল সেই আংটিও কৌশলে অপহরণ করেছে। এ মিথ্যাচারের শাস্তি দেবতারা তাকে দেবেন নিশ্চয়ই।"

ক্রনহিল্ডের ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনে জনকতক কৌতূহলী হয়ে নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল—সীগফ্রিডও এসেছিল সেইসঙ্গে। সবাই সীগফ্রিডের দিকে তাকাল—অভিযোগের উত্তরে তার কী বলবার আছে শুনতে চায় তারা। সীগফ্রিড তার তলোয়ার স্পর্শ করে বলল, সে নিরপরাধ, ক্রনহিল্ডের অভিযোগ অসত্য। ক্রনহিল্ড কিন্তু অভিযোগ প্রত্যাহার করল না। সীগফ্রিড যে মিথ্যাবাদী একথা সে দৃঢ়ভাবে জানাতে বিলম্ব করল না। রাজা তখন সীগফ্রিডকে আদেশ করলেন, যেন সে অবিলম্বে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে, নতুবা তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। সীগফ্রিড সকলকে উদ্দেশ করে অবিচলিতভাবে বলল, "আমার কথায় যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, আপনারা কেউ আমাকে একটা অস্ত্র দিন—আমি সে অস্ত্র স্পর্শ করে শপথ করবো যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

হেগেন তাড়াতাড়ি নিজের বর্শাটা এগিয়ে দিল। সীগফ্রিড সেই বর্শা ছুঁয়ে

উচ্চকণ্ঠে বলল, “এই শাণিত বর্শার ফলা স্পর্শ করে আমি শপথ করছি, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে এই বর্শা অনায়াসে আমাকে হত্যা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।”

সীগফ্রিডের কথা শেষ হতেই ব্রুনহিল্ড এগিয়ে এসে সেই বর্শাটাই ছুঁয়ে শপথ করে বলল যে, সীগফ্রিড মিথ্যা কথা বলেছে—সীগফ্রিডের শাস্তি গুরুতর হওয়া উচিত। কিন্তু সীগফ্রিড তখনও ভাবতে লাগল, ব্রুনহিল্ড ভ্রমান্ধ, নিশ্চয়ই মস্তিষ্কের কোনোরকম বিকৃতি ঘটেছে তার। ব্রুনহিল্ডের কথায় একটুও ভীত না হয়ে সে পুনরায় বন্ধুদের আমোদ-প্রমোদে যোগ দিল এবং খানিক পরেই গুডরুনের সঙ্গে হল্‌ঘরে প্রবেশ করল।

সীগফ্রিড চলে যেতেই হেগেন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল। যে সুযোগ সে খুঁজছিল এতক্ষণ, সেই সুযোগ এখন উপস্থিত। অপমানের বেদনায় ব্রুনহিল্ড অত্যন্ত কাতর, ক্ষোভে-দুঃখে মন তার অশান্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ তার নেওয়া চাই—মিথ্যাচারীকে শাস্তি না দিলে মন তার কিছুতেই শান্ত হবে না। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সে একখানা অস্ত্র চাইল—সীগফ্রিডকে হত্যা করার জন্য এ অস্ত্র সে উৎসর্গ করতে চায়। হেগেন সাগ্রহে পুনরায় তার বর্শাটা বাড়িয়ে দিল, কিন্তু ব্রুনহিল্ড তা স্পর্শ করল না। শুধু বলল, ঐ অস্ত্রে সীগফ্রিডকে হত্যা করা অসম্ভব। হেগেন বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। ব্রুনহিল্ড বলতে লাগল, সীগফ্রিড যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করে সেই সময় সে ওর দেহ যাদুমন্ত্রে অভেদ্য করে দিয়েছিল, কোনো আঘাতই এখন ওর মৃত্যু ঘটাতে পারবে না। তবে ওর দেহে একটিমাত্র জায়গা আছে যা সে মন্ত্রাবিষ্ট করে নি এবং সেটা হচ্ছে ওর পিঠ। পিঠে সে মন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করে নি, কারণ সে জানত শত্রুর ভয়ে সীগফ্রিড কখনও পিছু ফিরে পালাবে না। পিঠে যদি কেউ আঘাত করে, তবেই ওর মৃত্যু ঘটতে পারে।

রাজাকে লক্ষ্য করে হেগেন বলল, “সীগফ্রিড যখন ব্রুনহিল্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তখন তার শাস্তি হওয়া দরকার এবং সে শাস্তি একমাত্র মৃত্যু।”

তারপর গুন্থের, হেগেন আর ব্রুনহিল্ড তিনজনে মিলে পরামর্শ করে স্থির করল, দুর্গের নিকটে যে প্রকাণ্ড বন আছে তারই এক নিভৃত স্থানে সীগফ্রিডকে হত্যা করা হবে, যাতে তার মৃত্যুর পর প্রচার করা যেতে পারে যে, বন্য বরাহ শিকার করতে গিয়ে মারা পড়েছে।

মৃগয়া

পরের দিন সকালে সবাই শিকারে যাবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কথা হল, যে যার খুশিমতো বনের মধ্যে শিকার করে বেড়াবে, কিন্তু দুপুরবেলায় সকলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে একত্রে ভোজন করবে এবং কে কি শিকার করেছে সেকথা শোনাবে আর সকলকে।

শিকারীরা হলঘরে সমবেত হবার পর সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। সীগফ্রিডও ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বনের দিকে। বনের ভিতর দিয়ে কিছুদূর যাবার পর দূরে একটা বন্য বরাহ দেখতে পেল। কাছাকাছি হতেই বরাহটা ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল। সীগফ্রিডও পিছু নিল তার। বরাহটা ছুটতে ছুটতে এসে একটা ঝোপের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সীগফ্রিড বহু চেষ্টা করেও তাকে আর খুঁজে বের করতে পারল না।

সীগফ্রিড ভারী মুশকিলে পড়ল। কেমন করে সে আবার তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে তা সে ভেবে পেল না। বনের মধ্যে পথ ঠাহর করা শক্ত। এদিকে তার তৃষ্ণাও পেয়েছে দারুণ—এখানে জলই বা পায় কোথায়? নিরুপায় হয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সে একেবারে রাইন-নদীর তীরে এসে পৌঁছল। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে জলের কিনারে এসে দাঁড়াল। তারপর অঞ্জলি ভরে জল নেবার জন্য সে ঈষৎ নীচু হল। নীচু হতেই তার কানে ভেসে এল নারীকণ্ঠের সুমধুর গান। এমন মধুর গান এর আগে সে কখনো শোনে নি। অবাক হয়ে চারিদিকে সে তাকাতে লাগল। জলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেল—তিনটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে জলের মধ্যে সাঁতার কাটছে আনন্দে।

এরাই মায়াধনের রক্ষী রাইন-কুমারী, যদিও সীগফ্রিড তা জানতো না মোটেই। সীগফ্রিড তাদের জিজ্ঞেস করল, সে যে বরাহের পিছু নিয়েছিল তার কোনো সন্ধান তারা দিতে পারে কিনা।

"তুমি যদি তোমার ঐ আংটি আমাদের দাও," তাদের মধ্যে একজন বলল, "তাহলে বরাহের সন্ধান আমরা দিতে পারি।"

"আংটি দেবো কেমন করে?" সীগফ্রিড উত্তর দিল, "এ আংটি আমার বড় প্রিয়।···জানো কি এ আংটি পেতে কত কষ্ট করতে হয়েছে আমায়? একটা ড্রাগনের সঙ্গে

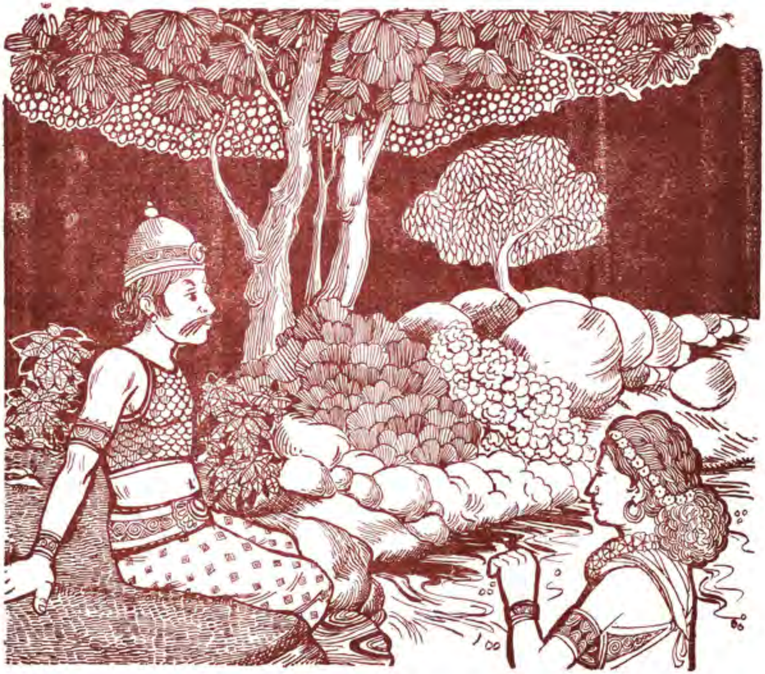

যুদ্ধ করে তবে আংটিটা পাই। বন্য বরাহের বিনিময়ে এমন মূল্যবান আংটি হাতছাড়া করা উচিত কি ?”

“তুমি ভারী স্বার্থপর! সামান্য একটা আংটি—তাও দিতে তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ।’ উপহাসের সুরে রাইন-কুমারীরা বলল।

সীগফ্রিড কিন্তু তবুও আংটি দিতে রাজী হল না—নিঃশব্দে তীরে দাঁড়িয়ে রাইন-কন্যাদের সন্তরণ লক্ষ্য করতে লাগল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, কি জানি কেন, সীগফ্রিডের মনটা নরম হল। আংটিটা পেলে যদি ওরা খুশি হয়, কাজ কি ওদের দুঃখ দিয়ে!

সীগফ্রিড মনে মনে ঠিক করল আংটিটা সে ছুঁড়ে দেবে ওদের কাছে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রাইন-কুমারীদের একজন তীরের কাছে সাঁতরে এসে চীৎকার করে বলল,

"সাবধান সীগফ্রিড! তোমার ঐ আংটির সঙ্গে এক দারুণ অভিশাপ জড়িয়ে আছে। তুমি যদি বিপদ এড়াতে চাও তাহলে ঐ আংটি দিতে ইতস্ততঃ করো না।"

"অভিশাপ! সত্যিই যদি কোনো অভিশাপ এর সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে আংটি আমি নিজের কাছেই রাখবো।" নির্ভীককণ্ঠে সীগফ্রিড জবাব দিল।

"ভুল করছ সীগফ্রিড—এমন করে সর্বনাশ ডেকে এনো না," রাইন-কুমারী বলল, "এই আংটি তৈরী হয়েছে রাইন-সোনা থেকে। বামন আলবেরিক ঐ রাইন-সোনা চুরি করে আমাদের ঠকিয়ে। যে কেউ ঐ মায়াধনের অধিকারী হবে তার সর্বনাশ নিশ্চিত। তুমি যদি আংটিটা ফেরৎ না দাও, দারুণ বিপদ ঘটবে তোমার, কিছুতেই সে বিপদ থেকে নিস্তার নেই।"

সীগফ্রিড আংটিটা ছুঁড়ে দেবে বলে আঙুল থেকে খুলে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিল। রাইন-কুমারীর কথা শুনে পুনরায় সে আংটিটা আঙুলে পরে বলল, তোমার গল্প শুনে আংটিটা হাতছাড়া করতে আমার ইচ্ছা করছে না, কারণ তুমি যা ভয় দেখালে তাতে এর ওপর আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেছে—বিপদকে আমার ভালোই লাগে।"

"বেশ, তুমি যখন শুনবে না তখন আর কিছু আমি বলতে চাই না। তবে একদিন ঐ আংটি আমাদের হাতে আসবেই, আর সে দিনও বেশি দূরে নয়।"

এই কথা বলে রাইন-কুমারী গান করতে করতে তার সঙ্গিনীদের দিকে সাঁতরে চলল। সীগফ্রিডও ঘোড়ায় চড়ে বনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হল।